যুক্তির উপাদান
(Components of Argument)

ইউনিট ৩

ভূমিকা

যুক্তিবিদ্যা পরিচিতি অধ্যায়ে যুক্তিবিদ্যার ধারণা, বিষয়বস্তু ও স্বরূপ সম্পর্কিত আলোচনা থেকে আপনি জানতে পেরেছেন যে, যুক্তিবিদ্যার প্রধান আলোচ্য বিষয় হলো অনুমান বা যুক্তি। কোন জানা বিষয় বা স্বীকৃত সত্য বা জ্ঞাত তথ্য থেকে অজানা বিষয় বা অজ্ঞাত তথ্যে উপনীত হওয়ার মানসিক প্রক্রিয়া হলো অনুমান। এই অনুমানকে যখন ভাষায় প্রকাশ করা হয় তখন তা হয়ে যায় যুক্তি। অর্থাৎ ভাষায় প্রকাশিত অনুমানকে বলা হয় যুক্তি। যুক্তি গঠনের জন্য প্রয়োজন একাধিক যুক্তিবাক্যের। যুক্তিবাক্য হলো বিবৃতিমূলক বাক্য যা উদ্দেশ্য ও বিধেয় নিয়ে গঠিত। এ উদ্দেশ্য ও বিধেয়কে যুক্তিবিদ্যার ভাষায় পদ বলা হয়। তাই এ পদগুলো না থাকলে যুক্তিবাক্য গঠন করা যায় না। যুক্তিবাক্য না হলে যুক্তিও গঠন করা যাবে না। সেজন্যই যুক্তিবিদ্যার মূল আলোচ্য বিষয় অনুমান বা যুক্তি নিয়ে আলোচনা করার জন্য পদ কী, শব্দ কী, পদ ও শব্দের সম্পর্ক, পদের মূল বৈশিষ্ট্য এবং পদের প্রকারভেদ আলোচনা করা প্রয়োজন।

ইউনিট সমাপ্তির সময়	**ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ০৩ সপ্তাহ**

এই ইউনিটের পাঠসমূহ

পাঠ - ৩.১ : যুক্তির বিভিন্ন প্রকার উপাদান (Different Components of Argument)
পাঠ - ৩.২ : পদ (Term)
পাঠ - ৩.৩ : পদ ও যুক্তিবাক্য (Term and Proposition)
পাঠ - ৩.৪ : পদ ও শব্দ (Term and Word)
পাঠ - ৩.৫ : যুক্তিবিদ্যায় শব্দের প্রকারভেদ (Classfication of Words in Logic)
পাঠ - ৩.৬ : পদের ব্যক্ত্যর্থ ও জাত্যর্থ (Denotation and Connotation of Term)
পাঠ - ৩.৭ : ব্যক্ত্যর্থ ও জাত্যর্থের সম্পর্ক (Relation between Denotation and Connotation)
পাঠ - ৩.৮ : পদের প্রকারভেদ (Classification of Terms)

পাঠ-৩.১ যুক্তির বিভিন্ন প্রকার উপাদান (Different Components of Argument)

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- যুক্তির বিভিন্ন উপাদান বর্ণনা করতে পারবেন।
- যুক্তিবিদ্যায় পদের গুরুত্ব কতটুকু তা অনুধাবন করতে পারবেন।

যুক্তির উপাদানসমূহ (Components of Argument) ঃ আমরা ইতোপূর্বে আলোচনা করেছি যে, যুক্তিবিদ্যার মূল আলোচ্য বিষয় হলো অনুমান বা যুক্তি। অনুমানকে ভাষায় প্রকাশ করে যুক্তি গঠন করার জন্য প্রয়োজন একাধিক যুক্তিবাক্যের। আমাদের এ বাস্তব জগতের বিভিন্ন বস্তু পরস্পর নানাবিধ সম্পর্কে জড়িয়ে রয়েছে। এ সম্পর্কগুলোর ভিত্তিতে আমরা কোন বস্তু বা বিষয়ের প্রত্যক্ষ জ্ঞান থেকে অন্য একটি অপ্রত্যক্ষ বা অজ্ঞাত বস্তু বা বিষয়ের জ্ঞান অর্জন করতে পারি। এ ধরণের জ্ঞানকে বলা হয় যুক্তি সম্মত বা অনুমানলব্ধ জ্ঞান। একটি উদাহরণ দিয়ে বিষয়টি ব্যাখ্যা করা যাক।

যেখান থেকে ধোঁয়া নির্গত হয় সেখানে আগুন থাকে
পর্বতটি থেকে ধোঁয়া নির্গত হচ্ছে,
সুতরাং পর্বতটিতে আগুন রয়েছে।

এখানে আগুনের জ্ঞান প্রত্যক্ষ বা সাক্ষাৎ নয়; অর্থাৎ এখানে আমরা আগুনের জ্ঞান সরাসরি পাই না। এটা অনুমানলব্ধ বা যুক্তিভিত্তিক জ্ঞান। কারণ, আমরা জানি যে ধোঁয়ার সাথে আগুনের অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক রয়েছে। এই জানা বিষয়ের উপর ভিত্তি করে ধোঁয়ার প্রত্যক্ষ জ্ঞান থেকে অপ্রত্যক্ষিত বিষয় বা বস্তু 'পর্বতে আগুন রয়েছে'-এ পরোক্ষ জ্ঞান লাভ করা যায়। যুক্তিকে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় এর অঙ্গ হিসেবে কতকগুলো যুক্তিবাক্য থাকে। এগুলোর মধ্যে এক বা একাধিক বাক্য হলো আশ্রয়বাক্য (Premise) এবং একটি হলো সিদ্ধান্ত (Conclusion)। তাহলে, একটি যুক্তিতে ব্যবহৃত বাক্যগুলোকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়, যথা-

ক. আশ্রয় বাক্য (Premise)
খ. সিদ্ধান্ত (Conclusion)

যে বাক্য বা বাক্যসমূহের উপর ভিত্তি করে কোন একটি বাক্যকে নি:সৃত বা প্রতিপাদন করা হয় সে বাক্য বা বাক্য সমূহকে বলা হয় আশ্রয়বাক্য। যে বাক্যটি নি:সৃত বা প্রতিপাদন করা হয় তাকে বলা হয় সিদ্ধান্ত। নিম্নের উদাহরণটি লক্ষ করুন :

সকল মানুষ হয় মরণশীল।
সকল শিক্ষক হয় মানুষ।
সুতরাং, সকল শিক্ষক হয় মরণশীল।

এ উদাহরণটিতে 'সকল মানুষ হয় মরণশীল' এবং 'সকল শিক্ষক হয় মানুষ'-এ বাক্য দু'টির উপর ভিত্তি করে 'সকল শিক্ষক হয় মরণশীল' বাক্যটি নি:সৃত করা হয়েছে। এখানে 'সকল মানুষ হয় মরণশীল' এবং 'সকল শিক্ষক হয় মানুষ' হলো আশ্রয়বাক্য এবং 'সকল শিক্ষক হয় মরণশীল' হলো সিদ্ধান্ত। তবে যুক্তিকে কতকগুলো বচনের সমষ্টি মাত্র বলা যায় না। প্রকৃতপক্ষে যুক্তি হলো একটি সংগঠন বা কাঠামো বা বিন্যাস- যার মধ্যে এক বা একাধিক আশ্রয়বাক্য ও একটি সিদ্ধান্ত অবিচ্ছেদ্য সম্পর্কে আবদ্ধ থাকে। আশ্রয় বাক্য মূলত সিদ্ধান্তকে প্রকাশ করে এবং সিদ্ধান্তটি মূলত আশ্রয়বাক্যগুলোর মধ্যকার অবিচ্ছেদ্য সম্পর্কের মধ্যে নিহিত থাকে।

আবার একটি যুক্তিতে যে যুক্তিবাক্যগুলো ব্যবহার করা হয় সেগুলো নিছক কতগুলো শব্দের সমাবেশ নয়। যুক্তিবাক্য হলো বিবৃতিমূলক বাক্য যা উদ্দেশ্য ও বিধেয় নিয়ে গঠিত হয়। আমরা আগেই জেনেছি, যুক্তিবিদ্যায় উদ্দেশ্য ও বিধেয়কে বলা হয় পদ। যুক্তিবাক্য গঠিত হয় পদ দ্বারা। একটি যুক্তিবাক্যে যার সম্পর্কে কোন কিছু বলা হয় তাকে বলে উদ্দেশ্য এবং উদ্দেশ্য সম্পর্কে যা বলা হয় তাই হলো বিধেয়। তাহলে যুক্তিকে বিশ্লেষণ করলে আমরা এর চারটি উপাদান পাই; যথা:

ক. পদ (Term) [উদ্দেশ্য (Subject)
[বিধেয় (Predicate)]
খ. আশ্রয়বাক্য (Premise)
গ. সিদ্ধান্ত (Conclusion)
ঘ. যুক্তির বিন্যাস বা আকার বা কাঠামো (Form)

তবে অনেক যুক্তিবিদ আশ্রয়বাক্যের উৎসকেও (Source) যুক্তির উপাদান বলে মনে করেন। আবার অনেক যুক্তিবিদ যুক্তির উপাদান হিসেবে কেবল পদ ও যুক্তিবাক্যকেই নির্দেশ করেন।

যুক্তিবিদ্যায় পদের গুরুত্ব (Importance of Term in Logic) ঃ যুক্তিবিদ্যা হলো যুক্তির বিশ্লেষণ ও যুক্তি সম্পর্কিত আলোচনা। যুক্তি গঠিত হয় বচন বা যুক্তিবাক্য নিয়ে। যুক্তিবাক্য গঠিত হয় একাধিক পদের সমন্বয়ে। তাই যুক্তিবিদ্যা আলোচনা করার জন্য অবশ্যই পদ নিয়ে আলোচনা করা প্রয়োজন।

যুক্তি গঠিত হয় যুক্তিবাক্যের সাহায্যে, যুক্তিবাক্য গঠিত হয় পদের সাহায্যে। কাজেই যুক্তিবিদ্যার বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনার শুরুতেই পদ নিয়ে আলোচনা করা দরকার। পদের আলোচনা ব্যতীত যুক্তিবিদ্যার আলোচনা অগ্রসর করা সম্ভব নয়। যেমন-

সকল বাংলাদেশী হয় দেশপ্রেমিক
সকল কলেজ শিক্ষক হয় বাংলাদেশী
সুতরাং সকল কলেজ শিক্ষক হয় দেশপ্রেমিক।

উপরোল্লিখিত উদাহরণটি একটি অনুমান বা যুক্তি। এই যুক্তিটিতে তিনটি যুক্তিবাক্য আছে-'সকল বাংলাদেশী হয় দেশপ্রেমিক', 'সকল কলেজ শিক্ষক হয় বাংলাদেশী' এবং 'সকল কলেজ শিক্ষক হয় দেশপ্রেমিক'। এ যুক্তিবাক্য তিনটিকে বিশ্লেষণ করলে প্রত্যেকটি বাক্যে দু'টি করে পদ পাওয়া যায়। উদাহরণস্বরূপ, 'সকল বাংলাদেশী হয় দেশপ্রেমিক' এ যুক্তিবাক্যটি 'সকল বাংলাদেশী' ও 'দেশপ্রেমিক' এ দু'টি পদের সমষ্টি। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, পদ না হলে যুক্তিবাক্য গঠন করা যায় না এবং যুক্তিবাক্য না হলে যুক্তিও গঠন করা সম্ভব নয়। তাহলে যুক্তিবিদ্যার আলোচনাও সম্ভব নয়। এক্ষেত্রে আমরা বলতে পারি যে, যুক্তি আলোচনা করার জন্য যুক্তিবাক্য নিয়ে আলোচনা করা প্রয়োজন এবং যুক্তিবাক্য নিয়ে আলোচনা করার জন্য পদ নিয়ে আলোচনা করা প্রয়োজন। সুতরাং যুক্তিবিদ্যায় পদ সম্পর্কিত আলোচনা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

শিক্ষার্থীর কাজ	যুক্তির বিভিন্ন প্রকার উপাদানের একটি ছক তৈরি করুন।

সারসংক্ষেপ

ভাষায় প্রকাশিত অনুমানকে বলা হয় যুক্তি। অনুমান হলো একটি মানসিক প্রক্রিয়া। এ মানসিক প্রক্রিয়াকে যখন ভাষায় সাজানো হয় তখন তা হয়ে যায় যুক্তিবাক্য। যুক্তিবাক্য গঠিত হয় পদ দিয়ে। যুক্তিতে দুই ধরণের যুক্তিবাক্য থাকে : আশ্রয়বাক্য ও সিদ্ধান্ত। যুক্তিবাক্যে উদ্দেশ্য ও বিধেয় হিসেবে পদ ব্যবহৃত হয়। পদ ব্যতীত যুক্তিবাক্য গঠন করা যায় না।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৩.১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। যুক্তি গঠন করার জন্য কী প্রয়োজন?
(ক) ধারণা (খ) অনুভূতি (গ) যুক্তিবাক্য (ঘ) অবধারণ

২। একটি যুক্তিতে ব্যবহৃত বাক্যগুলোকে নিম্নের কোন্ কোন্ শ্রেণীতে ভাগ করা যায়?
(ক) প্রধান আশ্রয়বাক্য ও সিদ্ধান্ত (খ) অপ্রধান আশ্রয়বাক্য ও সিদ্ধান্ত
(গ) প্রধান আশ্রয়বাক্য ও অপ্রধান আশ্রয়বাক্য (ঘ) আশ্রয়বাক্য ও সিদ্ধান্ত

৩। একটি অনুমানের ক্ষেত্রে-
(i) যে সব বাক্য থেকে একটি বাক্য নি:সৃত হয় সেগুলো আশ্রয়বাক্য
(ii) সকল বাক্যই সিদ্ধান্ত
(iii) আশ্রয়বাক্যগুলো থেকে অনিবার্যভাবে যে বাক্যটি নি:সৃত হয় তা সিদ্ধান্ত

নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) (i), (ii), ও (iii) (খ) (i) ও (iii) (গ) (ii) ও (iii) (ঘ) (i) ও (ii)

পাঠ-৩.২ পদ (Term)

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- পদের অর্থ ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- পদের সংজ্ঞা জানতে পারবেন।

পদের অর্থ বা তাৎপর্য (Meaning of Term) ঃ যুক্তিবাক্যের উদ্দেশ্য বা বিধেয় হলো যুক্তিবিদ্যায় পদ। এরিস্টটল পদের ক্ষেত্রে গ্রিক *Horor* (limit) শব্দটি ব্যবহার করতেন। তিনি সমানুপাতের পদ ও সহানুমানের পদের মধ্যে সাদৃশ্য স্থাপন করার জন্য *Horor* শব্দটি ব্যবহার করেন। বাংলা পরিভাষা 'পদ' এর ইংরেজি প্রতিশব্দ হলো 'Term'। ইংরেজি Term শব্দটি উদ্ভব হয়েছে ল্যাটিন শব্দ Terminus থেকে। Terminus শব্দটি সর্বপ্রথম ব্যবহার করেন রোমান দার্শনিক বিথিয়াস। 'Terminus' শব্দটির অর্থ হলো সীমারেখা বা প্রান্তসীমা। ইংরেজি 'Term' শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে এজন্য যে, যুক্তিবাক্যের দুই প্রান্তে দু'টি পদ উদ্দেশ্য ও বিধেয় অবস্থান করে। অর্থাৎ পদগুলো সর্বদা যুক্তিবাক্যের দুই প্রান্তে থাকে বলেই Terminusশব্দ থেকে 'Term' শব্দের উৎপত্তি হয়েছে।

এখানে একটি বিষয় আপনাদের জানা প্রয়োজন যে, মধ্যযুগে যুক্তিবিদ্যায় সাধারণত স্বকীয় নামবাচক পদের ক্ষেত্রে 'Term' শব্দটি ব্যবহার করা হতো। এমনকি সহপদযোগ্য শব্দের ক্ষেত্রেও 'Term' কথাটি ব্যবহার করা হতো। তাহলে দেখা যাচ্ছে যে, উৎপত্তিগত অর্থে একটি যুক্তিবাক্যের দুই প্রান্তে যেসব শব্দ বা শব্দ সমষ্টি অবস্থান করে তাকেই যুক্তিবিদ্যায় পদ নামে আখ্যায়িত করা হয়।

পদের সংজ্ঞা ও উদাহরণ (Definition and Example of Term) ঃ পদ সম্পর্কে যথার্থ ধারণা অর্জনের জন্য আমাদের পদের সংজ্ঞা জানা প্রয়োজন। যুক্তিবিদ যোসেফ পদের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেন "কোন শব্দ বা শব্দ সমষ্টির যুক্তিবাক্যে উদ্দেশ্য বা বিধেয় হিসেবে ব্যবহৃত হওয়ার যোগ্যতা থাকলে তাকে পদ বলে।" অর্থাৎ যদি কোন শব্দ বা শব্দ সমষ্টি নিজে নিজেই কোন যুক্তিবাক্যের উদ্দেশ্য বা বিধেয়রূপে ব্যবহৃত হতে সমর্থ হয় তাহলে সেসব শব্দ বা শব্দ সমষ্টি হলো পদ। যেমন, 'গরু হয় গৃহপালিত পশু' যুক্তিবাক্যটিতে 'গরু' ও 'গৃহপালিত পশু' শব্দ সমষ্টি অন্য কোন শব্দের সাহায্য ছাড়া উদ্দেশ্য ও বিধেয়রূপে ব্যবহৃত হয়েছে। এছাড়াও অন্য যেকোন অবস্থাতেই শব্দগুলো কোন যুক্তিবাক্যের উদ্দেশ্য ও বিধেয় হিসেবে ব্যবহৃত হওয়ার যোগ্যতা রাখে। আলোচ্য যুক্তিবাক্যটিতে গরু সম্পর্কে কিছু বলা হয়েছে বলে 'গরু' হলো উদ্দেশ্য পদ এবং গরু সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, এটা গৃহপালিত পশু; তাই 'গৃহপালিত পশু' হলো বিধেয় পদ।

সমকালীন যুক্তিবিদ ফ্রান্সিস হাওয়ার্ড-স্নাইডার (Frances Howard-Snyder), ড্যানিয়েল হাওয়ার্ড-স্নাইডার (Daniel Howard-Snyder) ও রায়ান ওয়াসেরম্যান (Ryan Wasserman) তাঁদের *The Power of Logic* গ্রন্থে একটু ভিন্নভাবে পদের সংজ্ঞা দিয়েছেন। তাঁরা বলেন, কোন শ্রেণিকে নির্দেশ করে এমন শব্দ বা শব্দগুচ্ছকে পদ বলে। (A term is a word or phrase that stands for a class of things.)

তাঁরা মনে করেন যে, অনুমানের কাজ হলো শ্রেণি সম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যমে নতুন জ্ঞান অর্জনে সহায়তা করা। নিম্নের উদাহরণ লক্ষ করুন:

সকল বাঘ হয় চতুষ্পদ প্রাণী
সকল চতুষ্পদ প্রাণী হয় স্তন্যপায়ী
অতএব, সকল বাঘ হয় স্তন্যপায়ী।

এখানে 'বাঘ', 'চতুষ্পদ প্রাণী' ও 'স্তন্যপায়ী (প্রাণী)' হলো শ্রেণিবাচক শব্দ বা শব্দগুচ্ছ। তাই এগুলো পদ। এখানে আপনাদের মনে একটি প্রশ্ন জাগতে পারে যে, যদি কোন বিশিষ্ট বস্তু বা বিষয়কে নির্দেশ করার জন্য কোন শব্দ যুক্তিবাক্যে উদ্দেশ্য ও বিধেয় হিসেবে ব্যবহৃত হয় তাহলে সেটি পদ হবে কি-না? এর উত্তরে বলা যায়, যখন কোন যুক্তিবাক্যে উদ্দেশ্য বা বিধেয় হিসেবে বিশিষ্ট পদ ব্যবহৃত হয় তখন তা শ্রেণিবাচক পদের ন্যায় কাজ করে।

সমকালীন যুক্তিবিদ প্যাট্রিক জে. হার্লি (Patrick J. Hurley) তাঁর *A Concise Introduction to Logic* বইয়ে আরও সহজভাবে পদের সংজ্ঞা দিয়েছেন। তাঁর মতে, যে কোন শব্দ বা শব্দ সমষ্টি যা একটি যুক্তিবাক্যের উদ্দেশ্য হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে তাকে পদ বলে। তিনি বলেন স্বকীয় বাচক নাম (proper names) জাতিবাচক নাম (common names) এবং বর্ণনামূলক শব্দগুচ্ছ (descriptive phrases) পদ হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে । তিনি মনে করেন, যে সব শব্দ বা শব্দ সমষ্টি একটি যুক্তিবাক্যে উদ্দেশ্য হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে তা একটি যুক্তিবাক্যে বিধেয় হিসেবেও ব্যবহৃত হতে পারে। নিম্নে কিছু উদাহরণ তুলে ধরা হলো :

স্বকীয় নামবাচক পদ	জাতিবাচক নাম	বর্ণনামূলক শব্দগুচ্ছ
কাজী নজরুল ইসলাম	প্রাণি	বাংলাদেশে প্রথম প্রেসিডেন্ট
ঢাকা	মানুষ	রূপসী বাংলা কাব্যের কবি
যুক্তরাষ্ট্র	কাক	আমার গ্রন্থাগারের বইগুলো
জাতীয় সংসদ	গৃহপালিত পশু	বাংলাদেশ আর্মির কর্ণেল
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	হিংস্র প্রাণি	নীল বস্ত্র
গোবিন্দ চন্দ্র দেব		যেসব ছাত্র কঠোর পরিশ্রম করে।

উপরের আলোচনা থেকে আমরা পদ ও পদের সংজ্ঞার একটি ধারণা পেলাম। কিন্তু যুক্তিবিদগণ 'পদ' কথাটি দুই অর্থে ব্যহার করেছেন-ব্যাপক অর্থে ও সংকীর্ণ অর্থে। ব্যাপক অর্থে যে শব্দ বা শব্দ সমষ্টি কোন যুক্তিবাক্যের উদ্দেশ্য বা বিধেয়রূপে ব্যবহৃত হতে পারে সে শব্দ বা শব্দ সমষ্টিকে পদ বলে। যেমন, আকাশ, মানুষ, বাতাস, প্রাণি, লাল রং প্রভৃতি শব্দ পদ। এ অর্থ অনুসারে বাক্যের উদ্দেশ্য বা বিধেয় হিসেবে ব্যবহৃত হওয়ার যোগ্যতা রয়েছে এমন যে কোন শব্দই পদ। সংকীর্ণ অর্থে, যে শব্দ বা শব্দ সমষ্টি কোন যুক্তিবাক্যে উদ্দেশ্য বা বিধেয়রূপে ব্যবহৃত সে শব্দ বা শব্দ সমষ্টিকে পদ বলে। যেসব যুক্তিবিদ পদকে সংকীর্ণ অর্থে গ্রহণ করেন তাঁদের যুক্তি হলো, যে কোনো শব্দের উদ্দেশ্যে বা বিধেয়রূপে ব্যবহৃত হওয়ার যোগ্যতা থাকলেই তাকে পদ বলা যায় না। সংকীর্ণ অর্থে, পদ মাত্রই বাক্যের অংশ। বাক্যে ব্যবহৃত নয় এমন শব্দ পদ নয়। এই মতানুসারে, 'মানুষ' শব্দটি পদ নয়; কিন্তু 'মানুষ হয় মরণশীল জীব'-এ যুক্তিবাক্যটিতে 'মানুষ' হয় একটি পদ।

এখন স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন আসে উক্ত দুই মতের কোন্ মত আমরা গ্রহণ করবো? প্রকৃতপক্ষে, পদ সম্পর্কিত সংকীর্ণ অর্থটিই অধিকতর যুক্তিযুক্ত। কারণ, বাক্যে ব্যবহৃত হওয়ার পূর্বে অধিকাংশে শব্দের অর্থ সুনির্দিষ্ট থাকে না। এর প্রকৃত অর্থ বোঝা যায় না। বাক্যে ব্যবহৃত হলেই শব্দের অর্থ নির্দিষ্ট বা নির্ধারিত হয়ে যায়। বাক্যই শব্দের অর্থ নির্দিষ্ট করে দেয়। সুতরাং 'পদ' কথাটি দ্বিতীয় অর্থে গ্রহণ করাই বাঞ্ছণীয়। এ অর্থে পদ হলো যুক্তিবাক্যের উদ্দেশ্য বা বিধেয় হিসেবে ব্যবহৃত শব্দ বা শব্দ সমষ্টি। তাছাড়া পদের ইংরেজি শব্দ 'Term' কথাটির উৎপত্তির দিকে লক্ষ্য করলেও এ মতের যৌক্তিকতা প্রমাণিত হয়।

সারসংক্ষেপ

একটি যুক্তিবাক্যের দুই প্রান্তে যেসব শব্দ বা শব্দ সমষ্টি উদ্দেশ্য ও বিধেয় হিসেবে অবস্থান করে তাই যুক্তিবিদ্যায় পদ। কোনো শব্দের কোনো যুক্তিবাক্যে উদ্দেশ্য ও বিধেয় হিসেবে ব্যবহৃত হওয়ার যোগ্যতা থাকলে তাকে পদ বলে বিবেচনা করা হয়। অনেকে মনে করেন, কোনো শ্রেণিকে নির্দেশ করে এমন শব্দই পদ।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৩.২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। যুক্তিবাক্যের অপরিহার্য উপাদান কোনটি?

(ক) শব্দ (খ) পরিমান (গ) পদ (ঘ) সংযোজক

২। একটি সরল যুক্তিবাক্যে কতটি পদ থাকতে পারে?

(ক) পাঁচটি (খ) চারটি (গ) তিনটি (ঘ) দু'টি

৩। পদের ইংরেজি প্রতিশব্দ 'Term' উদ্ভুত হয়েছে কোন্ শব্দ থেকে?

(ক) horror (খ) terminus (গ) terminology (ঘ) boundias

পাঠ-৩.৩ পদ ও যুক্তিবাক্য (Term and Proposition)

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- যুক্তিবাক্য গঠনে পদের ভূমিকা জানতে পারবেন।
- পদ ও যুক্তিবাক্যের পারস্পরিক সম্পর্ক বর্ণনা করতে পারবেন।

পদ ও যুক্তিবাক্যের সম্পর্ক (Relation between Term and Proposition) ঃ যুক্তিবাক্যের স্বরূপ নিয়ে আমরা ইউনিট-৪-এ বিস্তারিত আলোচনা করব। বর্তমান আলোচনায় আমরা এটুকু বলতে পারি যে, ভাষায় প্রকাশিত অবধারণ হলো যুক্তিবাক্য। দু'টি ধারণাকে মানসিকভাবে তুলনা করার প্রক্রিয়া হলো অবধারণ। অর্থাৎ অবধারণের ক্ষেত্রে একটি ধারণার সাথে অন্য একটি ধারণার তুলনা করা হয়, সংযুক্ত করা হয় কিংবা একটি ধারণার সাপেক্ষে অন্য একটি ধারণার অনুপস্থিতির কথা চিন্তা করা হয়। অর্থাৎ অবধারণে দু'টি ধারণার মধ্যে একটি সম্পর্কের স্বীকৃতি বা অস্বীকৃতি চিন্তা করা হয়। এই চিন্তা যখন ভাষায় প্রকাশ করা হয় তখন তা হয়ে যায় যুক্তিবাক্য। অর্থাৎ ভাষায় প্রকাশিত অবধারণই হলো যুক্তিবাক্য। এই যুক্তিবাক্যের সাথে পদ অঙ্গাঅঙ্গিভাবে জড়িত। পদ ছাড়া কখনও যুক্তিবাক্য হতে পারে না। যুক্তিবাক্য একটি নির্দিষ্ট কাঠামো অনুসারে গঠন করতে হয়। একটি যুক্তিবাক্যকে বিশ্লেষণ করলে আমরা এর চারটি অংশ পাই : পরিমাণ, উদ্দেশ্য, সংযোজক ও বিধেয়। ধরা যাক, 'প্রেসিডেন্ট' ও 'মরণশীল' নিয়ে আমরা চিন্তা করছি। এই চিন্তাকে ভাষায় প্রকাশ করে আমরা যখন বলবো, 'সকল প্রেসিডেন্ট হয় মরণশীল' তখন তা যুক্তিবাক্যে পরিণত হবে। এই যুক্তিবাক্যটির উদ্দেশ্য হলো 'প্রেসিডেন্ট' বিধেয় হলো 'মরণশীল', 'হয়' হচ্ছে সংযোজক এবং 'সকল' হলো পরিমাণ। তাহলে দেখা যাচ্ছে যে, প্রতিটি যুক্তিবাক্যে উদ্দেশ্য ও বিধেয় নামে অন্তত দু'টি পদ থাকে। যুক্তিবিদ এইচ.ডব্লিউ.বি.যোসেফ (HWB Joseph) বলেন যে, এই পদগুলোই যুক্তিবাক্যের উপাদান রচনা করে। অতএব, পদের সাহায্য ব্যতীত যুক্তিবাক্য হতে পারে না। যুক্তিবাক্যের সাথে এখানেই পদের সম্পর্ক। পদ ও যুক্তিবাক্যের মধ্যকার সম্পর্ক হলো একটি অনিবার্য সম্পর্ক। পদ ছাড়া যেমন যুক্তিবাক্য হতে পারে না, তেমনি কোন যুক্তিবাক্যে উদ্দেশ্য ও বিধেয় হিসেবে ব্যবহৃত না হলে কোন শব্দ পদ হতে পারে না।

সারসংক্ষেপ

পদ ছাড়া যুক্তিবাক্য গঠন করা যায় না। যুক্তিবাক্যের চারটি অংশ হলো: পরিমাণ, উদ্দেশ্য, সংযোজক ও বিধেয়। পরিমাণ অথবা সংযোজক না থাকলেও একটি বাক্যকে যুক্তিবাক্য হিসেবে বিবেচনা করা যায়। কারণ, বাক্যটিকে যুক্তিবাক্যের আকারে সহজেই সাজিয়ে নেওয়া যায়। কিন্তু পদ ব্যতীত কোনো সাধারণ বাক্যকে যুক্তিবাক্যের আকারে সাজানো যায় না।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৩.৩

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। যুক্তি গঠন করার জন্য কী প্রয়োজন?

(ক) ধারণা (খ) অনুভূতি (গ) যুক্তিবাক্য (ঘ) অবধারণ

২। পদহলো-

(i) উদ্দেশ্য হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে এমন শব্দ (ii) বিধেয় হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে এমন শব্দ

(iii) যুক্তিবাক্যে ব্যবহৃত যেকোনো শব্দ

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) (i) ও (ii) (খ) (ii) ও (iii) (গ) (i) ও (iii) (ঘ) (i), (ii), ও (iii)

৩। যুক্তিবাক্যের কয়টি অংশ ?

(ক) দু'টি (খ) তিনটি (গ) চারটি (ঘ) পাঁচটি

পাঠ-৩.৪ পদ ও শব্দ (Term and word)

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- পদ ও শব্দের মধ্যে পার্থক্য করতে পারবেন।
- 'সকল পদই শব্দ কিন্তু সকল শব্দ পদ নয়'- ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- পদ ও নামের সম্বন্ধ বর্ণনা করতে পারবেন।

পদ ও শব্দের পার্থক্য (Difference between Term and word) ঃ কথ্য বা লিখিত ভাষার সরলতম একক হলো শব্দ। শব্দ হলো যোগাযোগের মৌলিক মাধ্যম। কারণ, শব্দ দিয়ে তৈরি হয় বাক্য এবং সার্থক বাক্যরাশিতে প্রতিষ্ঠিত হয় ভাষা। ভাষার প্রাণ হলো শব্দভান্ডার। শব্দ ব্যতীত বাক্য কিংবা যুক্তিবাক্য গঠিত হতে পারে না। শব্দ বস্তু বা ভাবের প্রতিনিধিত্ব করে। আমরা শব্দের মাধ্যমে পার্থিব বস্তু বা বিষয়কে কিংবা অন্তরস্থ ভাবকে প্রকাশ করেত চাই। অর্থপূর্ণ ধ্বনি বা ধ্বনিসমষ্টি হলো শব্দ। যেমন, পাহাড় শব্দটি দ্বারা আমরা নুড়ি, পাথর, বালু, শিলা বা মাটি দ্বারা তৈরি অনেক উঁচু কোন পার্থিব বস্তুকে নির্দেশ করি। আবার, অ+ল্+অ+স্+অ=অলস শব্দটি দ্বারা শ্রমবিমুখ, মন্থর, জড় প্রকৃতি বিশিষ্ট কোন ভাবকে প্রকাশ করা হয়। তবে, যখন কোন ধারণা (idea) বা ধারণা সমষ্টি প্রকাশ করার জন্য শব্দ ব্যবহার করা হয় তখন তা হয়ে যায় পদ। পদ হলো ধারণা বা ধারণা সমষ্টির মৌখিক বা লিখিত প্রকাশ। পদ হলো যুক্তিবাক্যের মৌলিক উপাদান।

❖ শব্দ : আমরা আমাদের চিন্তা, আনন্দ, বেদনা, বিস্ময় ইত্যাদি প্রকাশ করার জন্য যেসব কথিত বা লিখিত সংকেত ব্যবহার করি তাদের বলা হয় শব্দ। যুক্তিবিদ আর.আর. থমাস তাঁর *Students Logic* বইয়ে বলেন যে, একটি শব্দ হলো মনের চিন্তা প্রকাশ করার জন্য বা মনের ধারণা নির্দেশের মৌখিক ধ্বনি। (A word is a vocal sound used to stand for or express an idea in the mind.)।

মূলত অর্থযুক্ত ধ্বনিকে বলে শব্দ। ধ্বনি প্রকাশিত হয় বর্ণের সাহায্যে। তাই বলা যায় যে, অর্থপূর্ণ বর্ণ বা বর্ণসমষ্টিকে শব্দ বলে। যেমন, মা+নু+ষ=মানুষ শব্দটি একাধিক বর্ণের সমন্বয়ে সৃষ্টি হয়েছে যার একটি নির্দিষ্ট অর্থ রয়েছে।

পদ ও শব্দের মধ্যে যেসব পার্থক্য রয়েছে তা নিম্নে উল্লেখ করা হলো:

❖ সংজ্ঞাগত দিক থেকে পার্থক্য :অর্থপূর্ণ বর্ণ বা বর্ণসমষ্টি হলো শব্দ। যেমন-বই, কলম, মানুষ। যুক্তিবাক্যে উদ্দেশ্য বা বিধেয়রূপে ব্যবহৃত শব্দ বা শব্দসমষ্টি হলো পদ। যেমন-'সব ফুল হয় সুন্দর' যুক্তিবাক্যে 'ফুল' ও 'সুন্দর' হলো পদ।

❖ গঠনের দিক থেকে পার্থক্য :একটি শব্দ এক বা একাধিক বর্ণের সমন্বয়ে গঠিত হয়। যেমন : হা+তি=হাতি, ব+ই=বই, আ+কা+শ্+অ=আকাশ ইত্যাদি। কিন্তু একটি পদ গঠিত হয় এক বা একাধিক শব্দের সমন্বয়ে। যেমন- 'সকল মানুষ হয় চিন্তাশীল প্রাণী' যুক্তিবাক্যে 'মানুষ' পদটি একটি শব্দের সমন্বয়ে এবং চিন্তাশীল প্রাণী দু'টি শব্দের সমন্বয়ে গঠিত হয়েছে।

❖ বিস্তৃতির দিক থেকে পার্থক্য :শব্দ যত বড়ই হোক না কেন তা সর্বদাই একটি মাত্র শব্দ যেমন-রহিম, বরিশাল, ছাত্র, বিশ্ববিদ্যালয় ইত্যাদি এক একটা শব্দ। কিন্তু কোন কোন ক্ষেত্রে উদ্দেশ্য ও বিধেয় হিসেবে পদ কয়েকটি শব্দের সমষ্টি হতে পারে। যেমন-বাংলা দেশের দার্শনিক গোবিন্দ চন্দ্র দেব হন পৃথিবী বিখ্যাত। যুক্তিবাক্যে উদ্দেশ্য মাত্র একটি অর্থাৎ 'বাংলাদেশের দার্শনিক গোবিন্দ চন্দ্র দেব' পদটি তিনটি শব্দের সমষ্টি এবং একটি মাত্র বিধেয় 'পৃথিবী বিখ্যাত' পদটি দু'টি শব্দের সমষ্টি।

❖ গঠনগত দিক থেকে পার্থক্য : একটি শব্দ এক বা একাধিক বর্ণের সমন্বয়ে গঠিত হয়। কিন্তু একটি পদ এক বা একাধিক শব্দের সমন্বয়ে গঠিত হয়।

❖ যুক্তিবাক্যে সংখ্যাগত অবস্থানের দিক থেকে পার্থক্য : যুক্তিবাক্যে উদ্দেশ্য বা বিধেয় হিসেবে ব্যবহৃত শব্দ মাত্রই পদ। এ কারণেই যুক্তিবাক্যে সর্বদা দু'টি পদ থাকে। যথা-উদ্দেশ্য পদ ও বিধেয় পদ। কিন্তু একটি যুক্তিবাক্যে দুইয়ের অধিক শব্দ থাকতে পারে। যেমন-'সকল বাঘ হয় মাংসভোজী প্রাণী' যুক্তিবাক্যটিতে দু'টি পদ আছে; কিন্তু শব্দ আছে পাঁচটি।

❖ অর্থের দিক থেকে পার্থক্য :শব্দের একাধিক অর্থ থাকতে পারে এবং প্রায়ই তা থাকে। কিন্তু পদের অর্থ সকল ক্ষেত্রেই নির্দিষ্ট এবং পদের একাধিক অর্থ থাকা সম্ভব নয়। কারণ, যুক্তিবাক্যে পদ সর্বদা একটি সুনির্দিষ্ট অর্থে ব্যবহৃত হয়।

❖ নির্দেশিত বিষয় বা বস্তুর দিক থেকে পার্থক্য : শব্দের কোন নির্দেশিত বিষয় বা বস্তু (referent) না থাকলেও তা অর্থপূর্ণ হতে পারে; কিন্তু পদের অবশ্যই কোন নির্দেশিত বিষয় বা বস্তু (referent) থাকতে হয়।

- ❖ প্রকারভেদের দিক থেকে পার্থক্য : যুক্তিবিদ্যায় পদ দুই প্রকার; যথা-উদ্দেশ্য পদ ও বিধেয় পদ। কিন্তু যুক্তিবিদ্যায় শব্দ তিন প্রকার; যথা-পদযোগ্য শব্দ, সহ-পদযোগ্য শব্দ ও পদ-নিরপেক্ষ শব্দ। এ বিষয়ে আমরা পরবর্তী পাঠে বিস্তারিত জানতে পারব।
- ❖ ব্যাপকতার দিক থেকে পার্থক্য : একটি ভাষায় শব্দের সংখ্যা পদের সংখ্যার যে অনেক বেশি। ব্যাকরণগত দিক থেকে শব্দের বিভিন্ন প্রকরণ রয়েছে এবং পদের চেয়ে শব্দের ব্যাপকতা বেশি। কারণ পদের ব্যবহার কেবল যুক্তিবাক্যের উদ্দেশ্য ও বিধেয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ।
- ❖ প্রকাশগত দিক থেকে পার্থক্য : চিন্তন প্রকাশ করাই শব্দের একমাত্র কাজ নয়, মনের যে কোন ধরণের ভাবের প্রকাশ করা শব্দের কাজ। যেমন, শব্দ দ্বারা আমাদের মনের ইচ্ছা, চিন্তা, আবেগ, অনুভূতি, উচ্ছ্বাস, দু:খ বেদনা, অভিলাষ ইত্যাদি প্রকাশিত হয়। কিন্তু পদ দ্বারা একমাত্র আমাদের মনের ধারণা প্রকাশ করা হয়। অনুভূতি, ইচ্ছা, বিস্ময়, সংশয় ইত্যাদি প্রকাশ করা পদের কাজ নয়।

পদ ও শব্দের সম্পর্কের প্রেক্ষাপটে পরিশেষে উল্লেখ করা যায় যে, সকল পদই শব্দ কিন্তু সকল শব্দ পদ নয়। একটি ভাষার ভান্ডারে অসংখ্য শব্দ থাকতে পারে। সেখান থেকে ধারণা প্রকাশক কিছু শব্দ নিয়ে যুক্তিবিদ্যায় পদ হিসেবে ব্যবহার করা হয়।

পদ ও নাম (Term and Name) ঃ পদের যৌক্তিক মূল্য ও তাৎপর্য যথাযথভাবে অনুধাবন করার জন্য নামের সাথে এর সম্পর্ক আলোচনা করা প্রয়োজন। আমরা ইতোপূর্বে জেনেছি যে, পদ হলো সেসব শব্দ বা শব্দ সমষ্টি যা অন্য কোন শব্দের সাহায্য না নিয়ে নিজে নিজেই কোন যুক্তিবাক্যের উদ্দেশ্য বা বিধেয়রূপে ব্যবহৃত হয় বা হতে পারে। নামের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে এরিস্টটল বলেন, যে ধ্বনি আমরা একটি বিশিষ্ট অর্থ বুঝানোর জন্য উচ্চারণ করি তাই হলো নাম। যুক্তিবিদ মিল এ প্রসঙ্গে বলেন, নাম হলো এমন শব্দ বা শব্দ সমষ্টি যা দুই ধরণের কাজ করে থাকে। প্রথমত, নাম হলো একটি প্রতীক বা চিহ্ন যার সাহায্যে আমরা কোন অতীত বা পুরানো চিন্তা সাদৃশ্য স্মরণ করি। দ্বিতীয়ত, নামের সাহায্যে আমরা আমাদের চিন্তা বা মনোভাবকে অন্যের কাছে প্রকাশ করি। গতানুগতিক ধারায় অনেক যুক্তিবিদ, যেমন-মিল, জেভন্স প্রমুখ নাম ও পদ কথা দু'টিকে একই অর্থে ব্যবহার করার পক্ষপাতী এবং ব্যাপক অর্থে নামগুলোকে পদ বলে মনে করেন। তাঁদের যুক্তি হলো, একটি যুক্তিবাক্যে একটি পদ কোন কিছুর নামকরণ করে বা নির্দেশ করে। বাক্যের বিধেয় দ্বারা নির্দেশিত বিষয়টির কোনো বৈশিষ্ট্য বা গুণ নিরূপণ করে।কিন্তু প্রকৃত অর্থে নাম ও পদ সমার্থক নয়। এদের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। যুক্তিবিদ মেলোন এর মতে, যে পদ যুক্তিবাক্যে উদ্দেশ্য বা বিধেয় হিসেবে ব্যবহৃত হয় না তাকে আমরা পদ না বলে নাম বলব। সুতরাং নাম হলেই যুক্তিবাক্যের অংশ হবে এমনটি বলা যায় না। নাম যুক্তিবাক্যের অংশ হতেও পারে, নাও হতে পারে। কিন্তু পদ সব সময়ই যুক্তিবাক্যের অংশ হয়। তাছাড়া যুক্তিবাক্যে ব্যবহৃত পদের একটি সুনির্দিষ্ট অর্থ থাকে। তাই পদ কখনও একাধিক অর্থ প্রকাশ করে না। কিন্তু একটি নামের একাধিক অর্থ থাকতে পারে। যেমন-'কর' নামের অর্থ 'খাজনা' ও 'হাতের আঙ্গুল'। সে অনুসারে, 'কর' একটি যুক্তিবাক্যে 'খাজনা' অর্থে, আবার অন্য যুক্তিবাক্যে 'হাতের আঙ্গুল' অর্থে ব্যবহৃত হয়। কাজেই সব নাম পদ নয়। শুধু যেসব নাম যুক্তিবাক্যে উদ্দেশ্য বা বিধেয়রূপে ব্যবহৃত হয় সেগুলোই পদ।

শিক্ষার্থীর কাজ	পদ ও শব্দের মধ্যে পার্থক্যেরএকটি তালিকা তৈরি করুন।

সার সংক্ষেপ

ভাষার সরলতম একক হলো শব্দ। এই শব্দ যখন যুক্তিবাক্যে উদ্দেশ্য ও বিধেয় হিসেবে ব্যবহৃত হয় তখন তা হয়ে যায় পদ। পদ ও শব্দের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। সকল পদই শব্দ, কিন্তু সকল শব্দ পদ নয়। যুক্তিবিদ্যায় নাম ও পদের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। নাম আমাদের চিন্তা ও মনোভাবকে প্রকাশ করে এবং প্রতীক হিসেবে কাজ করে। নাম যুক্তিবাক্যের অংশ হতেও পারে, আবার নাও হতে পারে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৩.৪

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। ভাষার সরলতম একক কী?

(ক) বাক্য (খ) শব্দ (গ) যুক্তিবাক্য (ঘ) পদ

২। শব্দ ও পদের পার্থক্য হলো-

(i) সকল পদই শব্দ; কিন্তু সকল শব্দ পদ নয় (ii) শব্দ বর্ণের সমষ্টি; পদ এক বা একাধিক শব্দের সমষ্টি

(iii) শব্দের একাধিক অর্থ থাকতে পারে; কিন্তু পদের একটি মাত্র অর্থ থাকে

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) (i), (ii), ও (iii) (খ) (ii) ও (iii) (গ) (i) ও (iii) (ঘ) (i) ও (ii)

৩। কোনটি পদ?

(ক) পদ-নিরপেক্ষ শব্দ (খ) পদযোগ্য শব্দ (গ) সহ-পদযোগ্য শব্দ (ঘ) যেকোনো শব্দ

পাঠ-৩.৫ যুক্তিবিদ্যায় শব্দের প্রকারভেদ (Classfication of Words in Logic)

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- যুক্তিবিদ্যায় শব্দের প্রকরণ সম্পর্কে জানতে পারবেন।
- যুক্তিবাক্যে বিভিন্ন প্রকার শব্দের ব্যবহার সম্পর্কে জানতে পারবেন।

শব্দের প্রকারভেদ (Kinds of Words) ঃ যুক্তিবাক্যে ব্যবহৃত পদ স্বাভাবিকভাবেই শব্দ, কিন্তু শব্দ অপরিহার্যভাবে পদ নয়। 'বাংলাদেশের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী হন মহিলা' যুক্তিবাক্যটিতে 'হন' একটি শব্দ, কিন্তু পদ নয়। এ রকম অনেক শব্দেরই নির্দেশিত বিষয় বা বস্তু (referent) নেই এবং এগুলো শব্দ, কিন্তু পদ নয়। যেমন, 'অথবা,''কেবলমাত্র', 'হতে','মাধ্যমে', বাহিরে ইত্যাদি। লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, শব্দভান্ডারের কিছু শব্দ পদ হিসেবে ব্যবহার করা সম্ভব হয়; আবার কোনো কোনো শব্দকে পদরূপে ব্যবহার করা যায় না। এসব দিক বিচার করে যুক্তিবিদ্যায় শব্দকে তিনভাগে ভাগ করা হয়। যেমন-

ক. পদযোগ্য শব্দ (Categorematic Word)
খ. সহ-পদযোগ্য শব্দ (Syn-categorematic Word)
গ. পদ-নিরপেক্ষ শব্দ (A categorematic Word)

পদযোগ্য শব্দ : যে সব শব্দ অন্য কোনো শব্দের সাহায্য ছাড়াই যুক্তিবাক্যে উদ্দেশ্য বা বিধেয়রূপে ব্যবহৃত হতে পারে তাকে পদযোগ্য শব্দ বলে। অর্থাৎ পদযোগ্য শব্দ স্বাধীনভাবে যুক্তিবাক্যে পদ হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে। যেমন-'ফুল হয় সুন্দর' যুক্তিবাক্যটিতে 'ফুল' ও 'সুন্দর' শব্দ দু'টি পদযোগ্য শব্দ। কারণ এ যুক্তিবাক্যে ফুল শব্দটি উদ্দেশ্য এবং মিষ্টি শব্দটি বিধেয়রূপে ব্যবহৃত হয়েছে। অনুরূপভাবে মানুষ, বই, গাছ, বুদ্ধিমান, মরণশীল, পন্ডিত, দার্শনিক প্রভৃতি শব্দগুলো পদযোগ্য শব্দ। কারণ এগুলো কোনো যুক্তিবাক্যের উদ্দেশ্য বা বিধেয়রূপে ব্যবহৃত হতে পারে। কাজেই সকল পদযোগ্য শব্দই পদ। এখানে একটি বিষয় স্মরণ রাখা প্রয়োজন বিশেষ্য, বিশেষণ, সর্বনাম (সম্বন্ধবাচক সর্বনাম ব্যতীত) ও অব্যয় পদযোগ্য শব্দের উদাহরণ।

সহ-পদযোগ্য শব্দ : যে সব শব্দ স্বাধীনভাবে অর্থাৎ নিজে নিজে কোনো যুক্তবাক্যের উদ্দেশ্য বা বিধেয় হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে না তবে অন্য কোন শব্দের সাথে যুক্ত হয়ে যুক্তিবাক্যের উদ্দেশ্য বা বিধেয়রূপে ব্যবহৃত হতে পারে তাকে সহ-পদযোগ্য শব্দ বলে। যেমন-'সকল', 'কিছু', 'এই', 'একটি', 'টি','টা', 'র', 'এর', 'খানা', 'খানি', 'তাহলে', 'অতএব' প্রভৃতি হলো সহ-পদযোগ্য শব্দ। এ ধরণের শব্দ অন্য কোনো শব্দের সাথে যুক্ত হয়ে যুক্তিবাক্যের উদ্দেশ্য বা বিধেয়রূপে ব্যবহৃত হয়। 'সকল মানুষ হয় মরণশীল' যুক্তিবাক্যটিতে 'সকল' হলো সহ-পদযোগ্য শব্দ।

পদ-নিরপেক্ষ শব্দ : যে সব শব্দ কখনো কোনো যুক্তিবাক্যের উদ্দেশ্য বা বিধেয়রূপে ব্যবহৃত হতে পারে না তাকে পদ-নিরপেক্ষ শব্দ বলে। অর্থাৎ পদ-নিরপেক্ষ শব্দ স্বাধীনভাবে বা অন্য কোন শব্দের সাহায্যে কোনোভাবেই যুক্তিবাক্যের পদ হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে না। যেমন-আহা, হায় হায়, ছি ছি, উ, আ, মরি মরি, ইত্যাদি হচ্ছে পদ-নিরপেক্ষ শব্দ। কারণ এগুলো কোনোভাবেই যুক্তিবাক্যের উদ্দেশ্য বা বিধেয়রূপে ব্যবহৃত হতে পারে না।

উপরোল্লিখিত আলোচনা হতে আমরা দেখতে পাই যে, যুক্তিবিদ্যায় পদযোগ্য শব্দগুলো সরাসরি পদ হিসেবে ব্যবহৃত হয়। সহ-পদযোগ্য শব্দ ও পদ-নিরপেক্ষ শব্দ পদ নয়। তবে সহ-পদযোগ্য শব্দগুলো পদযোগ্য শব্দের সাথে যুক্ত হয়ে পদে পরিণত হতে পারে। কিন্তু পদ-নিরপেক্ষ শব্দ কোনোক্রমেই পদ হতে পারে না। সুতরাং শব্দের ক্ষেত্র পদের চেয়ে অনেক ব্যাপক।

সারসংক্ষেপ

শব্দ দ্বারা যুক্তিবাক্য গঠিত হয়। অবস্থানগত কারণে যুক্তিবাক্যের কোনো কোনো শব্দ পদ হিসেবে বা কোনো পদের সাথে যুক্ত হয়ে ব্যবহৃত হতে পারে। আবার শব্দ ভান্ডারে এমন অনেক শব্দ আছে যেগুলো যুক্তিবাক্যে পদ হিসেবে বা পদের সহায়ক হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে না। অর্থাৎ যুক্তিবিদ্যায় শব্দ তিন প্রকার; যথা: পদযোগ্য শব্দ, সহপদযোগ্য শব্দ ও পদ-নিরপেক্ষ শব্দ।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৩.৫

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। যুক্তিবিদ্যায় শব্দ কত প্রকার?
(ক) দুই (খ) তিন (গ) চার (ঘ) পাঁচ

২। সকলপ্রেসিডেন্ট হয় মরণশীল। দাগাঙ্কিত প্রত্যয়টি কী?
(ক) সহ-পদযোগ্য শব্দ (খ) পদযোগ্য শব্দ (গ) পদ অযোগ্য শব্দ (ঘ) পদ

৩। সাবাস! বাংলাদেশ ক্রিকেট দল সিরিজ জিতেছে। এখানে দাগাঙ্কিত শব্দটি কী?
(ক) পদ (খ) পদযোগ্য শব্দ (গ) সহ-পদযোগ্য শব্দ (ঘ) পদঅযোগ্য শব্দ

পাঠ-৩.৬ পদের ব্যক্ত্যর্থ ও জাত্যর্থ (Denotation and Connotation of Term)

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- পদের ব্যক্ত্যর্থ ও জাত্যর্থ বলতে কী বুঝায় তা জানতে পারবেন।
- পদের ব্যক্ত্যর্থ ও জাত্যর্থ নির্ধারণ করার কৌশল লিখতে পারবেন।

পদের ব্যক্ত্যর্থ ও জাত্যর্থের সংজ্ঞা (Definition of the Denotation and Connotation of Terms) ঃ আমরা পূর্ববর্তী পাঠগুলোতে পদ কাকে বলে, শব্দ কাকে বলে, পদের সাথে শব্দের সম্পর্ক, পদের সাথে যুক্তিবাক্যের সম্পর্ক এবং কোন্ শব্দগুলো পদ তা আলোচনা করেছি। বর্তমান পাঠে আমরা দেখব, কোনো পদকে ব্যবহার করার সময় আমরা প্রথমে চিন্তা করি কোন্ বস্তুর উপর পদটি প্রযোজ্য এবং পরে চিন্তা করি পদটি যেসব বস্তু নির্দেশ করে সেসব বস্তুর মধ্যে কী কী গুণ রয়েছে। পদ মাত্রই কোনো না কোনো বস্তু বা বিষয়কে নির্দেশ করে। সাধারণভাবে একটি পদ যে বস্তু বা বিষয়ের নির্দেশক সেটিই হলো ঐ পদের অর্থ। তবে কোনো পদকে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে পদটির দ্বারা দুই প্রকারের অর্থ নির্দেশিত হয়। একটি পদ একদিকে একটি বিশেষ ব্যক্তি বা বস্তু বা কোনো বিশেষ পদার্থকে যেমন নির্দেশ করে, অন্যদিকে পদটি দ্বারা প্রকাশিত বা নির্দেশিত বিষয়টির সারধর্মকেও নির্দেশ করে। অর্থাৎ একটি পদকে দুদিক থেকে বিচার করা যায়। এদের একটি হলো পদের সংখ্যার দিক, অন্যটি হলো পদের গুণের দিক। সংখ্যার দিকটিকে বলা হয় পদের ব্যক্ত্যর্থ (Denotation) এবং গুণের দিকটিকে বলা হয় পদের জাত্যর্থ (Connotation)। ব্যক্ত্যর্থ পদের পরিমাণ নির্দেশ করে এবং জাত্যর্থ পদের আবশ্যিক বৈশিষ্ট্য নির্দেশ করে। সাবেকী যুক্তিবিদ্যার ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, যুক্তিবিদ জন স্টুয়ার্ট মিল (John Stuart Mill) পদের তাৎপর্য ব্যাখ্যায় ব্যক্ত্যর্থ ও জাত্যর্থ পরিভাষা দু'টি ব্যবহার করেন। তাঁর *A System of Logic* গ্রন্থটি প্রকাশিত হওয়ার পর থেকেই এ ধারণা দু'টির সর্বাধিক ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়।

ব্যক্ত্যর্থ (Denotation) ঃ কোনো পদ একই অর্থে যে বস্তু বা বস্তুসমূহের উপর প্রয়োগ করা সম্ভব, সে বস্তু বা বস্তুসমূহের সমষ্টিকে ঐ পদের ব্যক্ত্যর্থ বলে। আই. এম. কপি (I.M. Copi) ও কার্ল কোহেন (Carl Cohen)এর মতে, একটি সাধারণ পদ, বা শ্রেণিবাচক পদ যা কতিপয় বস্তুকে নির্দেশ করে এবং ঐ বস্তুগুলোর ক্ষেত্রেই পদটি সঠিকভাবে ব্যবহার করা যায়। এই বস্তুগুলোর সমষ্টিই পদটির ব্যক্ত্যর্থ গঠন করে। (A general term, or class term, denotes the several objects to which it may correctly be applied. The collection of these objects constitutes the extension or denotation of the term.)

ফ্রান্সিস হাওয়ার্ড-স্নাইডার (Frances Howard-Snyder), ড্যানিয়েল হাওয়ার্ড-স্নাইডার (Daniel Howard-Snyder) ও রায়ান ওয়াসেরম্যান (Ryan Wasserman) তাঁদের *The Power of Logic* গ্রন্থে বলেন যে, একটি পদ যেসব বস্তুর ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয় সেসব বস্তুর সমাহারকে ঐপদের ব্যক্ত্যর্থ বলে।" (The extension of a term consists of the set of things which the term applies.)

ব্যক্ত্যর্থ দ্বারা সাধারণভাবে পদের পরিমাণ নির্দেশ করা হয়। যেমন-মানুষ পদের ব্যক্ত্যর্থ হলো 'সকল মানুষ'। কোনো কোনো যুক্তিবিদ ব্যক্ত্যর্থ শব্দের প্রতিশব্দ হিসেবে বিস্তৃতি (extension), প্রশস্ততা (Bredth), পরিধি (domain), পরিসীমা (scope), অধিকৃত ক্ষেত্র (sphere) ইত্যাদি শব্দ ব্যবহার করেছেন।

পদের ব্যক্ত্যর্থ নির্ণয়ের পদ্ধতি (Method of Determining the Denotation of Term) ঃ একটি পদের ব্যক্ত্যর্থ একই সময়ে সকলের কাছে সমান থাকে। কিন্তু সময় পরিবর্তনের সাথে সাথে একটি পদের ব্যক্ত্যর্থ পরিবর্তিত হয়ে যায়। যেমন, 'জীবিত বিড়াল' পদটির ব্যক্ত্যর্থ প্রতি মুহূর্তে পরিবর্তিত হয়ে যায়। কারণ, কিছু বিড়াল মারা যায় এবং কিছু বিড়াল জন্মগ্রহণ করে। কিন্তু শুধু 'বিড়াল' বললে এ পদটির ব্যক্ত্যর্থ হবে একই অর্থে অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের সকল বিড়াল।

আবার, কিছু কিছু পদের ব্যক্ত্যর্থ সময় পরিবর্তনের সাথে সাথে পরিবর্তিত হয়ে যায়। যেমন, 'জীবিত ডাইনোসর' ও 'বাংলার স্বাধীন নবাব' পদগুলো এক সময় অস্তিত্বশীল সত্তাকে নির্দেশ করতো; কিন্তু বর্তমানে এগুলোর কোন অস্তিত্ব নেই। তাই এসব পদের ক্ষেত্রে 'শূণ্য ব্যক্ত্যর্থ' (empty extension) ব্যবহার করা হয়। এ রকম শূণ্য ব্যক্ত্যর্থ বিশিষ্ট আরো কয়েকটি পদের উদাহরণ হলো, এলিয়েন, ইউনিকর্ণ, মৎসকন্যা, পঙ্খীরাজ ঘোড়া, সোনার পাথর বাটি ইত্যাদি।

মূলত ব্যক্ত্যর্থ হলো একটি পদ সমজাতীয় ও অভিন্ন বৈশিষ্ট্যযুক্ত যেসব বিষয় ও বস্তুর ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যায় সেসব বিষয় বা বস্তুর মোট সংখ্যা। তাইতো বলা হয়, জাত্যর্থ একটি পদের ব্যক্ত্যর্থ নির্ধারণ করে(Intension determines extension)।

জাত্যর্থ (Connotation) ঃ কোন পদ দ্বারা নির্দেশিত বিশেষ বস্তু বা বস্তুসমষ্টির অন্তর্গত সাধারণ ও অনিবার্য গুণ বা গুণসমষ্টিকে ঐ পদের জাত্যর্থ বলে। আই. এম. কপি (I.M. Copi) ওকার্ল কোহেন (Carl Cohen) বলেন যে, একটি পদ দ্বারা নির্দেশিত সকল বস্তুর মধ্যে বিদ্যমান সাধারণ গুণকে বলা হয় ঐ পদের জাত্যর্থ। (The set of attributes shared by all and only those objects to which the term refers is called the "intension" or connotation of that term.)

ফ্রান্সিস হাওয়ার্ড-স্নাইডার (Frances Howard-Snyder), ড্যানিয়েল হাওয়ার্ড-স্নাইডার (Daniel Howard-Snyder) ও রায়ান ওয়াসেরম্যান (Ryan Wasserman) বলেন, একটি পদের ব্যক্ত্যর্থের আওতাভুক্ত হতে হলে ঐ পদ নির্দেশিত বিষয় বা বস্তুর যেসব বৈশিষ্ট্য বা গুণ অপরিহার্যভাবে থাকা প্রয়োজন সেসব বৈশিষ্ট্য বা গুণই হলো পদটির জাত্যর্থ। (The intension of a term consists of the properties a thing must have to be included in the term's extension.)

জাত্যর্থ হলো একটি পদের সাধারণ গুণ বা বৈশিষ্ট্যগত দিক। তবে পদের বিভিন্ন ধরণের গুণ থাকতে পারে। কিন্তু জাত্যর্থ বলতে সেসব গুণ বুঝায় যা সাধারণভাবে একই শ্রেণির সকল সদস্যদের মধ্যে বিদ্যমান এবং যা অর্থের দিক থেকেও গুরুত্বপূর্ণ। অর্থাৎ জাত্যর্থ হলো পদের এমন বৈশিষ্ট্য যে বৈশিষ্ট্য ছাড়া ঐ পদ নির্দেশিত বস্তুর অস্তিত্ব কল্পনা করা যায় না। যেমন-'মানুষ' পদটির জাত্যর্থ হলো জীববৃত্তি ও বুদ্ধিবৃত্তি। কারণ সকল মানুষের বিভিন্ন গুণাবলি তুলনা করলে দেখা যায় যে, সকলের মধ্যে শুধু জীববৃত্তি ও বুদ্ধিবৃত্তি সাধারণ ও আবশ্যিকভাবে বিদ্যমান।

পদের জাত্যর্থ নির্ণয়ের পদ্ধতি (Method of Determing the Connotation of Term) ঃ একটি অস্তিত্বশীল শ্রেণিবাচক পদের অসংখ্য গুণ বা বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান। যেমন-মানুষ পদের বৈশিষ্ট্য হলো জীববৃত্তি, বুদ্ধিবৃত্তি, মরণশীলতা, চিন্তাশীলতা, চতুরতা ইত্যাদি। এসব বৈশিষ্ট্যের মধ্যে কোন্‌টি জাত্যর্থ এবং কোন্‌টি জাত্যর্থ নয়-তা নির্ধারণের উপায় কী? জাত্যর্থ নির্ণয়ের জন্য এ সম্পর্কিত তিনটি অর্থ সম্পর্কে আমাদের ধারণা নেওয়া প্রয়োজন।

ব্যক্তিসাপেক্ষ জাত্যর্থ (Subjective Connotation) ঃ কোন পদ সম্পর্কে বিভিন্ন ব্যক্তি নানাবিধ ধারণা পোষণ করতে পারেন। কারণ একটি বিষয় বা বস্তু সম্পর্কে সকলের জ্ঞান সমান নয়। যেমন-'রাজনীতিবিদ' পদ দ্বারা কোনো ব্যক্তি 'দেশপ্রেমিক ব্যক্তিবর্গ', কেউ 'ঝামেলা সৃষ্টিকারী ব্যক্তিবর্গ', কেউ 'সমাজ সংস্কারক', আবার অন্য কোন ব্যক্তি 'আদর্শবান ব্যক্তিবর্গ' কে বুঝিয়ে থাকেন। এখানে বিভিন্ন ব্যক্তি তাঁর নিজ নিজ রুচিবোধ, শিক্ষা, অভিজ্ঞতা, দৃষ্টিভঙ্গি ইত্যাদির উপর নির্ভর করে 'রাজনীতিবিদ' পদটির বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যকে উল্লেখ করেছেন। এ বৈশিষ্ট্য গুলো আলাদা আলাদা ব্যক্তির নিকট ভিন্ন ভিন্ন রকম। এ রকম ব্যক্তি মতের সাপেক্ষে কোন পদের জাত্যর্থ প্রকাশ করা হলে তাকে ব্যক্তি সাপেক্ষ জাত্যর্থ বলে। যুক্তিবিদ্যায় ব্যক্তি সাপেক্ষ জাত্যর্থ যথার্থ জাত্যর্থ নয়। কারণ এ জাত্যর্থ সুনির্দিষ্ট নয়।

বস্তুসাপেক্ষ জাত্যর্থ (Objective Connotation) ঃ কোন বিষয় বা বস্তুর যে কিছু গুরুত্বপূর্ণ ও অপরিহার্য বৈশিষ্ট্য থাকে, তেমনি গুরুত্বহীন বা গৌণ বৈশিষ্ট্যও থাকে। এ সকল বৈশিষ্ট্যই বস্তু সাপেক্ষ জাত্যর্থ। যেমন-'মানুষ' পদের জীববৃত্তি ও বুদ্ধিবৃত্তি ছাড়াও আরো অনেক গুণ রয়েছে। কোন বিষয় বা বস্তুর বস্তুসাপেক্ষ জাত্যর্থ এত ব্যাপক যে তা নির্ণয় করা অনেক ক্ষেত্রেই সম্ভব হয় না। তাছাড়া বস্তুসাপেক্ষ জাত্যর্থ পরিবর্তনশীল বলে পদের অর্থও সুনির্দিষ্ট থাকে না। তাই বস্তুসাপেক্ষ জাত্যর্থের মতবাদ গ্রহণযোগ্য নয়।

ব্যবহারিক বা প্রথাগত জাত্যর্থ (Practical or Conventional Connotation) ঃ কোনো পদের যে জাত্যর্থ বিশেষজ্ঞদের দ্বারা নির্ধারিত হয় তাকে প্রথাগত জাত্যর্থ বলে। অর্থাৎ কোনো পদের ক্ষেত্রে যে বৈশিষ্ট্য বর্তমান থাকার ফলে ঐ পদ নির্দেশিত বিষয় বা বস্তুসমূহকে একটি বিশেষ শ্রেণিভুক্ত করা যায় এবং যে বৈশিষ্ট্য অনুপস্থিত থাকলে ঐ পদ নির্দেশিত বিষয় বা বস্তুগুলোকে আর ঐ বিষয় বা বস্তু বলে স্বীকার করা যায় না; সে বৈশিষ্ট্যই হলো ঐ পদের জাত্যর্থ। বিশেষজ্ঞদের দ্বারা নির্ধারিত এ ধরণের জাত্যর্থকে প্রথাগত জাত্যর্থ বলে স্বীকার করা হয়। একে যৌক্তিক জাত্যর্থও(Logical Connotation) বলা হয়।

তাহলে দেখা যায় যে, কোন পদের জাত্যর্থ হলো ঐ পদ নির্দেশিত বস্তুসমূহের মৌলিক বৈশিষ্ট্য যা ছাড়া ঐ পদের অস্তিত্বই কল্পনা করা যায় না। মৌলিক বৈশিষ্ট্য নির্ধারণের ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞদের ভূমিকাই মুখ্য। তাই বিশেষজ্ঞগণ দ্বারা নির্ধারিত যৌক্তিক জাত্যর্থই যুক্তিবিদ্যায় স্বীকৃত জাত্যর্থ।

সারসংক্ষেপ

যুক্তিবাক্যে একটি পদ হয় সংখ্যা প্রকাশ করে অথবা গুণ প্রকাশ করে। পদ ব্যবহার করতে গিয়ে প্রথমে আমরা দেখি পদটি কোন্ বস্তুর বা ব্যক্তির উপর প্রযোজ্য এবং পরবর্তী সময়ে আমরা দেখি পদটি যে সকল বস্তু বা ব্যক্তির উপর প্রযোজ্য তাদের মাঝে কী কী গুণ রয়েছে। অর্থাৎ পদের দু'টি দিক আছে- একটি হলো পদের সংখ্যার দিক এবং অন্যটি হলো পদের গুণের দিক। পদের সংখ্যা দিকটিকে বলে ব্যক্ত্যর্থ ও পদের গুণের দিকটিকে বলে জাত্যর্থ।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৩.৬

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। পদের ব্যক্ত্যর্থ প্রকাশ করে-

(ক) গুণ (খ) গুণ ও পরিমাণ (গ) অবস্থান (ঘ) পরিমাণ

২। পদের জাত্যর্থ প্রকাশ করে-

(ক) গুণ (খ) গুণ ও পরিমাণ (গ) অবস্থান (ঘ) পরিমাণ

৩। "ড.মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ ছিলেন একজন পন্ডিত ব্যক্তি"এ উক্তিটিতে ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহর জাত্যর্থ হলো-

(i) জীববৃত্তি (ii) বুদ্ধিবৃত্তি (iii) পান্ডিত্য

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) (i), (ii), ও (iii) (খ) (i) ও (ii) (গ) (i) ও (iii) (ঘ) (ii) ও (iii)

পাঠ-৩.৭ ব্যক্ত্যর্থ ও জাত্যর্থের সম্পর্ক (Relation between Denotation and Connotation)

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- ব্যক্ত্যর্থ ও জাত্যর্থের সম্বন্ধ ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- ব্যক্ত্যর্থ ও জাত্যর্থের বিপরীত অনুপাতের নিয়ম আলোচনা করতে পারবেন।

একটি পদের ব্যক্ত্যর্থ ও জাত্যর্থের সম্বন্ধ (Connection between the Denotation and Connotation of a Term)ঃ যুক্তিবিদ এম. আর. কোহেন (M.R. Cohen) ও ই.নেগেল (E. Negel) পদের ব্যক্ত্যর্থ ও জাত্যর্থকে অবিচ্ছেদ্য সম্পর্কে সম্পর্কিত বলে আখ্যায়িত করেছেন। প্রচলিত যুক্তিবিদ্যায় এ কথাটি স্বীকৃত। প্রত্যেক সাধারণ বা শ্রেণিবাচক পদের দু'টি দিক রয়েছে। একটি পদ একদিকে কতগুলো বিষয় বা বস্তু নির্দেশ করে, অন্যদিকে কতগুলো সাধারণ গুণাবলির কথা প্রকাশ করে। কোন পদ দ্বারা নির্দেশিত বস্তুগুলোর সংখ্যা তার ব্যক্ত্যর্থ নির্দেশ করে এবং ঐ পদ দ্বারা যে সাধারণ গুণাবলি বুঝায় তা ঐ পদের জাত্যর্থ প্রকাশ করে। কোন বিষয় বা বস্তুকে কোন পদের ব্যক্ত্যর্থের অন্তর্ভূক্ত হতে হলে ঐ বিষয় বা বস্তুকে ঐ পদের অপরিহার্য বৈশিষ্ট্য বা জাত্যর্থ ধারণ করতে হয়। তাই বলা হয় জাত্যর্থই ব্যক্ত্যর্থ নির্ধারণ করে দেয়। আবার, কোন বিষয় বস্তুর সুনির্দিষ্ট জাত্যর্থ থাকলে তা ঐ জাত্যর্থ বিশিষ্ট পদের ব্যক্ত্যর্থের অন্তর্ভূক্ত হয়। অর্থাৎ ব্যক্ত্যর্থ থাকা মানে তা কোন নির্দিষ্ট জাত্যর্থের জন্যই হয়েছে। নিম্নের ছকটি লক্ষ্য করুন, ব্যক্ত্যর্থ ও জাত্যর্থের সম্পর্ক সহজেই বুঝতে পারবেন।

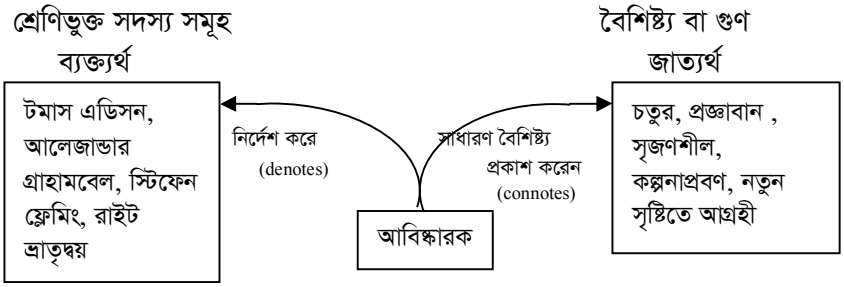

এ চিত্রটিতে দেখা যায় যে, একটি পদ যেমন ব্যক্ত্যর্থ প্রকাশ করে তেমনি জাত্যর্থও প্রকাশ করে।

ব্যক্ত্যর্থ ও জাত্যর্থের বিপরীত অনুপাতের নিয়ম (Law of Inverse Variation of Denotation and Connotation)ঃ বস্তুগতভাবে ব্যক্ত্যর্থ ও জাত্যর্থ অবিচ্ছেদ্য সম্পর্কে সম্পর্কিত হলেও পরিসরের দিক থেকে বিপরীতমুখী সম্পর্কে সম্পর্কিত। পদের ব্যক্ত্যর্থ ও জাত্যর্থ বিপরীত অনুপাতে পরিবর্তিত হয়। অর্থাৎ ব্যক্ত্যর্থ ও জাত্যর্থের মধ্যে বিপরীতমুখী সহ-পরিবর্তনের বা বিপরীত অনুপাতের সম্বন্ধ বিদ্যমান। এর মানে হলো ব্যক্ত্যর্থ ও জাত্যর্থের একের হ্রাস ও বৃদ্ধি যথাক্রমে অপরের বৃদ্ধি ও হ্রাস ঘটায়। ব্যক্ত্যর্থ ও জাত্যর্থের বিপরীতক্রমে হ্রাস-বৃদ্ধির এ পারস্পরিক সম্পর্ককে যুক্তিবিদগণ একটি নিয়মের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করেছেন। এ নিয়মটির নাম হলো 'পদের ব্যক্ত্যর্থ ও জাত্যর্থের বিপরীত অনুপাতের নিয়ম' (Law of Inverse Variation of Denotation and Connotation of Term)।

এ নিয়মটিকে মোট চারটি ভাগে ভাগ করা সম্ভব। যেমন-

ক. ব্যক্ত্যর্থের দিক থেকে : ১. কোন পদের ব্যক্ত্যর্থ বাড়লে জাত্যর্থ কমে, ২. কোন পদের ব্যক্ত্যর্থ কমলে জাত্যর্থ বাড়ে।

খ. জাত্যর্থের দিক থেকে : ৩. কোন পদের জাত্যর্থ বাড়লে ব্যক্ত্যর্থ কমে, ৪. কোন পদের জাত্যর্থ কমলে ব্যক্ত্যর্থ বাড়ে।

বিষয়গুলো নিম্নে ব্যাখ্যা করা হলো :

১. কোন পদের ব্যক্ত্যর্থ বাড়লে জাত্যর্থ কমে ঃ যদি কোন পদের ব্যক্ত্যর্থ অর্থাৎ পরিমাণগত দিক বাড়ানো হয় তবে অনিবার্যভাবে জাত্যর্থ কমে যায়। যেমন-'মানুষ' পদটির ব্যক্ত্যর্থ হলো 'সকল মানুষ' এবং জাত্যর্থ হলো জীববৃত্তি ও বুদ্ধিবৃত্তি। এখন পদটির ব্যক্ত্যর্থ বাড়ানোর জন্য এর সাথে অন্যান্য জীব যোগ করলে ব্যক্ত্যর্থ হবে 'সকল জীব'। অর্থাৎ পরিমাণগত দিক থেকে পদটির ব্যাপ্তি বেড়ে যাবে। কিন্তু এতে করে জাত্যর্থ জীববৃত্তি ও বুদ্ধিবৃত্তি থেকে বুদ্ধিবৃত্তি বাদ পড়ে যাবে এবং নতুন জাত্যর্থ হবে শুধু জীববৃত্তি। বিষয়টি নিম্নে সংক্ষেপে তুলে ধরা হলো :

মূল পদ	ব্যক্ত্যর্থ	জাত্যর্থ
মানুষ	সকল মানুষ	বুদ্ধিবৃত্তি + জীববৃত্তি
মানুষ+অন্যান্য জীব	সকল জীব	জীববৃত্তি

অর্থাৎ কোন পদের ব্যক্ত্যর্থ বাড়লে জাত্যর্থ কমে।

২. কোন পদের ব্যক্ত্যর্থ কমলে জাত্যর্থ বাড়ে : যদি কোনো পদের ব্যক্ত্যর্থ কমানো হয় তাহলে উক্ত পদের জাত্যর্থ নিশ্চিতভাবে বেড়ে যায়। 'মানুষ' পদ থেকে 'শিক্ষিত মানুষ' আলাদা করে নিলে ব্যক্ত্যর্থ কমে যায় এবং জাত্যর্থ বেড়ে যায়। কারণ, 'মানুষ' পদের ব্যক্ত্যর্থ 'সকল মানুষ' থেকে 'সকল অশিক্ষিত মানুষ' বাদ দিলে পাওয়া যায় 'শিক্ষিত মানুষ'। আর 'মানুষ' পদের জাত্যর্থ জীববৃত্তি ও বুদ্ধিবৃত্তির সাথে নতুন জাত্যর্থ শিক্ষা যুক্ত হয়। বিষয়টি নিম্নে ছকের সাহায্যে তুলে ধরা হলো :

মূল পদ	ব্যক্ত্যর্থ	জাত্যর্থ
মানুষ	সকল মানুষ	বুদ্ধিবৃত্তি + জীববৃত্তি
শিক্ষিত মানুষ	সকল শিক্ষিত মানুষ	বুদ্ধিবৃত্তি+জীববৃত্তি+শিক্ষা

অর্থাৎ কোনো পদের ব্যক্ত্যর্থ কমলে জাত্যর্থ বেড়ে যায়।
সংখ্যার দিক থেকে পদের ব্যক্ত্যর্থ ও জাত্যর্থের হ্রাস-বৃদ্ধির সম্পর্ককে চিত্রের সাহায্যে নিম্নে প্রকাশ করা হলো :

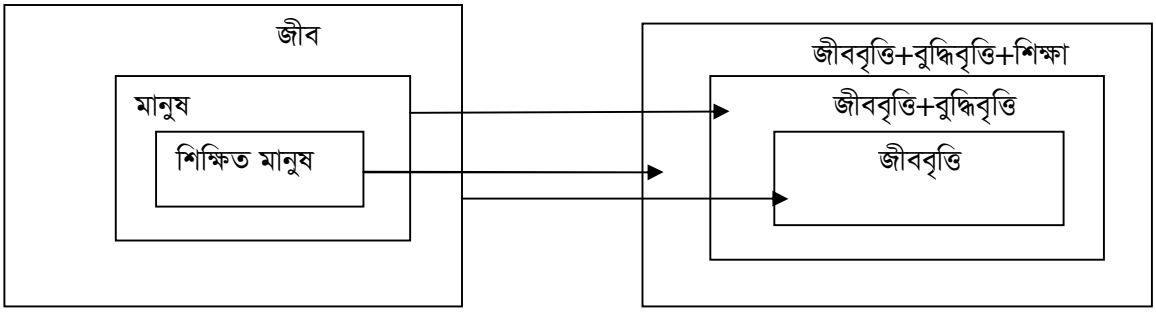

৩. জাত্যর্থ বাড়লে ব্যক্ত্যর্থ কমে : কোন পদের জাত্যর্থ যদি বেড়ে যায় তাহলে ঐ পদের ব্যক্ত্যর্থ কমে যায়। যেমন- 'মানুষ' পদের জাত্যর্থ জীববৃত্তি ও বুদ্ধিবৃত্তির সাথে যদি জাত্যর্থ বাড়ানোর জন্য 'সততা' নামক গুণটি যোগ করা হয় তাহলে মোট জাত্যর্থ বৃদ্ধি পায়। তবে এর ফলে সকল মানুষ থেকে 'অসৎ মানুষ' বিয়োগ হয়ে যাবে এবং বাকী থাকবে 'সৎ মানুষ' এবং মোট ব্যক্তর্থ কমে যাবে। বিষয়টি সংক্ষেপে নিম্নোক্ত ভাবে উপস্থাপন করা যায় :

পদ	জাত্যর্থ	ব্যক্ত্যর্থ
মানুষ	বুদ্ধিবৃত্তি + জীববৃত্তি	সকল মানুষ
সৎ মানুষ	বুদ্ধিবৃত্তি+জীববৃত্তি + সততা	সকল সৎ মানুষ

অর্থাৎ কোন পদের জাত্যর্থ বৃদ্ধি পেলে ব্যক্ত্যর্থ কমে যায়।

৪. জাত্যর্থ কমলে ব্যক্ত্যর্থ বাড়ে : যদি কোনো পদের জাত্যর্থ কমে যায় তাহলে ঐ পদের ব্যক্ত্যর্থ বেড়ে যায়। যেমন- শিক্ষিত মানুষ পদটির জাত্যর্থ হলো জীববৃত্তি, বুদ্ধিবৃত্তি ও শিক্ষা। এখন যদি এখান থেকে শিক্ষা গুণটি বাদ দিয়ে জাত্যর্থ কমানো হয় তাহলে ব্যক্ত্যর্থ 'শিক্ষিত মানুষ' এর সাথে অশিক্ষিত মানুষ যুক্ত হয়ে নতুন ব্যক্ত্যর্থ হবে 'সকল মানুষ'। বিষয়টি নিম্নোক্তভাবে উপস্থাপন করা যায় :

পদ	জাত্যর্থ	ব্যক্ত্যর্থ
শিক্ষিত মানুষ	জীববৃত্তি +বুদ্ধিবৃত্তি +শিক্ষা	সকল শিক্ষিত মানুষ
মানুষ	জীববৃত্তি +বুদ্ধিবৃত্তি	সকল মানুষ

অর্থাৎ কোনো পদের জাত্যর্থ কমে গেলে ব্যক্ত্যর্থ বৃদ্ধি পায়। গুণগত দিক থেকে পদের জাত্যর্থ ও ব্যক্ত্যর্থের হ্রাস-বৃদ্ধির সম্পর্ককে নিম্নে চিত্রের সাহায্যে তুলে ধরা হলো :

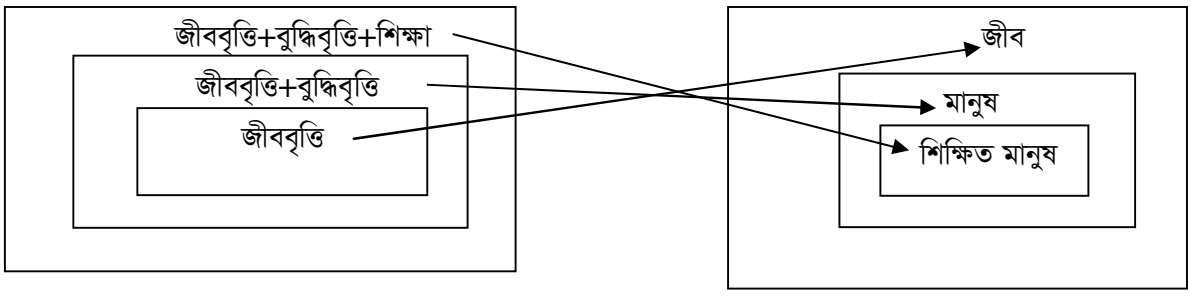

ব্যক্ত্যর্থ ও জাত্যর্থের বিপরীতমুখী সম্পর্কের সীমাবদ্ধতা (Limitations of the Inverse Relation of Denotation and Connotation) ঃ

- পদের ব্যক্ত্যর্থ ও জাত্যর্থের মাঝে যে বিপরীতমুখী সম্পর্কের কথা আলোচনা করা হলো তার কিছু সীমাবদ্ধতা লক্ষ করা যায়। যে সকল ক্ষেত্রে এর সীমাবদ্ধতা দেখা যায় সেগুলো হলো :
- ব্যক্ত্যর্থ ও জাত্যর্থের হ্রাস-বৃদ্ধির নিয়মটি কেবলমাত্র জাতি বা শ্রেণিবাচক পদের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য; কিন্তু কোনো নির্দিষ্ট বা একক পদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। যেমন-জীব, মানুষ, সৎ মানুষ এগুলো শ্রেণি বা জাতিবাচক পদ এবং নিয়মটি এগুলোর ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য কিন্তু বিশেষ মানুষ করিম, রহিম বা বিশেষ বস্তু চাঁদ, সূর্য, বইটি, কলমটি ইত্যাদি ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়।
- পদের ব্যক্ত্যর্থ ও জাত্যর্থের বিপরীতক্রমে হ্রাস-বৃদ্ধির নিয়মটি কেবল সমজাতীয় ও ক্রমবিন্যস্ত পদের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যায়। যেমন-জীব, মানুষ, সৎ মানুষ পদগুলো সমজাতীয় ও ক্রমবিন্যাস্ত কিন্তু মানুষ, বাঘ, চেয়ার পদগুলো সমজাতীয় ও ক্রমবিন্যস্ত নয় বলে নিয়মটি এক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়।
- পদের ব্যক্ত্যর্থ ও জাত্যর্থের বিপরীতমুখী বাড়া-কমার নিয়মটি একই পদ সম্পর্কিত নয়। কারণ কোনো পদের ব্যক্ত্যর্থ বা জাত্যর্থ বাড়ানো বা কমানোর ফলে আসলে একটি নতুন পদের সৃষ্টি হয়। যেমন-মানুষ পদের জাত্যর্থ থেকে বুদ্ধিবৃত্তি বাদ দিলে আমরা একটি নতুন পদ পাই এবং পদটি হলো প্রাণী। অর্থাৎমানুষ পদটির অবলুপ্তি ঘটে।
- আমাদের ব্যক্তিগত জ্ঞান বৃদ্ধির দ্বারা ব্যক্ত্যর্থ ও জাত্যর্থের হ্রাস-বৃদ্ধি হয় না।
- পদের ব্যক্ত্যর্থ ও জাত্যর্থের হ্রাস-বৃদ্ধির সম্পর্ক গাণিতিক অনুপাতে সম্পন্ন হয় না।

উপরোল্লিখিত আলোচনায় এ কথা স্পষ্ট যে, ব্যক্ত্যর্থ ও জাত্যর্থের মাঝে যে বিপরীতমুখী পরিবর্তনের কথা বলা হয় তা যথার্থ নয়। যুক্তিবিদ্যায় প্রতিটি পদের অর্থ সুনির্দিষ্ট; তাই পদের ব্যক্ত্যর্থ অপরিবর্তনীয়। আবার বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের ফলে পদের জাত্যর্থ পরিবর্তিত হলেও সে পরিবর্তন পদের ব্যক্ত্যর্থের ক্ষেত্রে কোনো পরিবর্তন সাধন করতে পারে না।

শিক্ষার্থীর কাজ	ব্যক্ত্যর্থ ও জাত্যর্থের বিপরীত অনুপাতের নিয়ম একটি চিত্রের সাহায্যে ব্যাখ্যা করুন।

সারসংক্ষেপ

ব্যক্ত্যর্থ বস্তু বা ব্যক্তিকে নির্দেশ করে এবং জাত্যর্থ বস্তু বা ব্যক্তির আবশ্যিক গুণ নির্দেশ করে। এ পাঠে ব্যক্ত্যর্থ ও জাত্যর্থের বিপরীত অনুপাতের নিয়ম আলোচনা করা হয়েছে। ব্যক্ত্যর্থ ও জাত্যর্থের ক্ষেত্রে একের হ্রাস ও বৃদ্ধি যথাক্রমে অপরের বৃদ্ধি ও হ্রাস সূচনা করে। যেমন, ব্যক্ত্যর্থের হ্রাস হলে জাত্যর্থের বৃদ্ধি হয়। ব্যক্ত্যর্থের বৃদ্ধি হলে জাত্যর্থের হ্রাস হয়: আবার, জাত্যর্থের হ্রাস হলে ব্যক্ত্যর্থের বৃদ্ধি হয় এবং জাত্যর্থের বৃদ্ধি হলে ব্যক্ত্যর্থের হ্রাস হয়। তবে অনেক যুক্তিবিদ মনে করেন যে, পদের ব্যক্ত্যর্থ ও জাত্যর্থের বিপরীতমুখী হ্রাস ও বৃদ্ধির সাথে কোন আবশ্যিক সম্পর্ক নেই। একটি বাড়লে বা কমলে অপরটি কমবে বা বাড়বে এমন কোনো নিশ্চয়তা নেই।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৩.৭

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। পদের ব্যক্ত্যর্থ ও জাত্যর্থের সম্পর্ক কিরূপ?
(ক) পরস্পর হ্রাস-বৃদ্ধির সম্পর্ক (খ) সমমানিক সম্পর্ক (গ) ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার সম্পর্ক (ঘ) সমান্তরাল সম্পর্ক

২। পদের ব্যক্ত্যর্থ ও জাত্যর্থের সম্পর্কের ক্ষেত্রে -
(i) জাত্যর্থ একটি পদের ব্যক্ত্যর্থ নির্দেশ করে (ii) জাত্যর্থ একটি পদের সাধারণ বৈশিষ্ট্যগত দিক
(iii) একই ব্যক্ত্যর্থের সকল বিষয়ের সাধারণ গুণ হলো জাত্যর্থ
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) (ii) ও (iii)(খ) (i), (ii), ও (iii) (গ) (i) ও (iii) (ঘ) (i) ও (ii)

৩। পদের ব্যক্ত্যর্থ ও জাত্যর্থের বিপরীতমুখী সম্পর্কের ত্রুটি হলো -
(i) নিয়মটি কেবল জাতিবাচক পদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য (ii) এ নিয়মটি কেবল সমজাতীয় ও ক্রমবিন্যস্ত পদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য
(iii) এ নিয়মটি একই পদ সম্পর্কিত নয়
নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) (i), (ii), ও (iii) (খ) (ii) ও (iii)(গ) (i) ও (iii) (ঘ) (i) ও (ii)

পাঠ-৩.৮ পদের প্রকারভেদ (Classification of Terms)

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- পদের শ্রেণিকরণ সম্পর্কে জানতে পারবেন।
- বিভিন্ন প্রকার পদের বিস্তারিত বর্ণনা দিতে পারবেন।
- স্বকীয় নামবাচক পদ জাত্যর্থক কি-না তা আলোচনা করতে পারবেন।
- বিপরীত পদ ও বিরুদ্ধ পদের মধ্যে পার্থক্য করতে পারবেন।

পদের শ্রেণিবিভাগ (Classification of Terms) ঃ যুক্তিবিদ্যায় বিভিন্ন নীতি অনুসারে পদকে বিভিন্ন ভাগে ভাগ করা হয়। বিভিন্ন যুক্তিবিদ বিভিন্নভাবে পদের শ্রেণিকরণ করেছেন। যুক্তিবিদ জন স্টুয়ার্ট মিল (John Stuart Mill) পদের এ বিভাগকে নামের শ্রেণিবিভাগ (Classification of Names) বলে আখ্যায়িত করেছেন। তবে অধিকাংশ যুক্তিবিদ একে পদের বিভাজন বলে উল্লেখ করেন। বিভিন্ন সূত্র অনুসারে বিভাজনের ফলে যুক্তিবিদ্যায় যেসব পদের ব্যবহার দেখা যায় তা নিম্নে তুলে ধরা হলো।

বিভাজনের নীতি	প্রকারভেদ
পরিমাণ/বিস্তৃতি অনুসারে	ক.বিশিষ্ট/একক পদ (Singular Term) খ. বিশেষ পদ (Particular Term) গ. সাধারণ বা সার্বিক পদ (General or Universal Term) ঘ. সমষ্টিবাচক পদ (Collective Term)
গুণ অনুসারে	ক. সদর্থক পদ (Affirmative Term) — আকারগতভাবে সদর্থক ও অর্থগতভাবে সদর্থক পদ; আকারগতভাবে নঞর্থক ও অর্থগতভাবে সদর্থক পদ খ. নঞর্থক বা নেতিবাচক পদ (Negative Term) — আকারগতভাবে নঞর্থক ও অর্থগতভাবে নঞর্থক পদ; আকারগতভাবে সদর্থক ও অর্থগতভাবে নঞর্থক পদ
উৎস অনুসারে	ক. প্রত্যক্ষণযোগ্য পদ (Immediate Term) খ. অপ্রত্যক্ষণযোগ্য পদ (Mediate Term)
নির্দেশিত বস্তু বা বিষয়ের প্রকৃতি অনুসারে	ক. বস্তুবাচক পদ (Concrete Term) খ. গুণবাচক পদ (Abstract Term) গ. যৌক্তিক পদ (Logical Term) ঘ. শূণ্য পদ (Null or Empty Term)
অর্থের সুনির্দিষ্টতা অনুসারে	ক. একার্থক পদ (Univocal Term) খ. অনেকার্থক পদ (Equivocal Term) গ. সাদৃশ্যমূলক পদ (Analogical Term)
অর্থের প্রকাশযোগ্যতা অনুসারে	ক. নিরপেক্ষ পদ (Absolute Term) খ. সাপেক্ষ পদ (Relative Term)
সম্বন্ধ অনুসারে	ক. সঙ্গতিপূর্ণ পদ (Compatible Term) খ. অসঙ্গতিপূর্ণ পদ (Incompatible Term) — বিপরীত পদ (Contrary Term); বিরুদ্ধ পদ (Contradictory Term); ব্যাহতার্থক পদ (Privative Term)
পরিমাণ ও গুণের প্রকাশ অনুসারে	ক. জাত্যর্থক পদ (Connotative Term) খ. অজাত্যর্থক পদ (Non-connotative Term)
নির্দিষ্টতা অনুসারে	ক. নির্দিষ্ট পদ (Definite Term) খ. অনির্দিষ্ট পদ (Indefinite Term)
গঠন অনুসারে	ক. সরল পদ (Simple Term) খ. যৌগিক পদ (Composite Term)

পরিমাণ বা বিস্তৃতি অনুসারে পদের শ্রেণিবিভাগ (Classification of Terms according to Quantity/Extension) ঃ পরিমাণ বা বিস্তৃতি অনুসারে পদকে চার ভাগে ভাগ করা যায়; যথা-

ক. বিশিষ্ট বা একক পদ (Singular Term)
খ. বিশেষ পদ (Particular Term)
গ. সাধারণ বা সার্বিক পদ (General or Universal Term)
ঘ. সমষ্টি বাচক পদ (Collective Term)

বিশিষ্ট বা একক পদ ঃ যে পদ একই অর্থে একটি মাত্র ব্যক্তি, বস্তু, স্থান ইত্যাদি নির্দেশ করে তাকে বিশিষ্ট বা একক পদ বলে। যোসেফ বলেন যে, বিশিষ্ট পদ হলো তাই যা একই অর্থে একটি মাত্র বস্তু বা বিষয়ের উপর আরোপ করা যায় (a sigular term is one that is predicable of one individual only in the same sense.)। যেমন-ঢাকা, হিমালয়, সূর্য, বাংলাদেশের বর্তমান রাষ্ট্রপতি ইত্যাদি। বিশিষ্ট পদের নির্দেশকগুলো হলো :

১. সংজ্ঞাবাচক ও নামবাচক বিশেষ্য; যথা-ঢাকা, কাজী নজরুল ইসলাম, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ইত্যাদি।
২. সর্বোচ্চ মানের বিষয় বা বস্তু; যেমন-সবচেয়ে ভালো অভিনেতা, সর্বশ্রেষ্ঠ খেলোয়াড়, সর্বোচ্চ গোলদাতা, সবচেয়ে দুর্নীতিবাজ অফিসার ইত্যাদি।
৩. নির্দেশনামূলক সর্বনাম বা বিশেষণ; যেমন-এই বই, ওই ঘর, সেই শিক্ষক, এই ছাত্র ইত্যাদি।
৪. ব্যক্তিবাচক সর্বনাম; যথা-আমি, সে, তুমি, তার, প্রভৃতি (যখন নির্দিষ্টভাবে একজন ব্যক্তির পরিবর্তে ব্যবহৃত হয়)।
৫. নির্দিষ্টতাবাচক পদাশ্রিত নির্দেশক (The) বা নির্দিষ্টতা প্রকাশক শব্দগুচ্ছ; যেমন-কলেজ ড্রেস পরা ছাত্রটি।

বিশিষ্ট পদগুলোকে আবার দুই ভাগে ভাগ করা যায়। যথা-

ক. অর্থপূর্ণ বিশিষ্ট পদ (Significant singular Term)
খ. অর্থহীন বিশিষ্ট পদ বা স্বকীয় নামবাচক পদ (Non-significant Singular Term or Proper Names)

ক. অর্থপূর্ণ বিশিষ্ট পদ : যে বিশিষ্ট পদ প্রত্যক্ষভাবে কোনো একজন ব্যক্তি বা বস্তুকে নির্দেশ না করে তার অর্থের তাৎপর্যের মাধ্যমে পরোক্ষভাবে কোনো ব্যক্তি বা বস্তুকে নির্দেশ করে তাকে অর্থপূর্ণ বিশিষ্ট পদ বলে। যেমন- 'পৃথিবীর বৃহত্তম মহাদেশ' পদটি একটি অর্থপূর্ণ বিশিষ্ট পদ। কারণ, 'পৃথিবীর বৃহত্তম ' এ বিশেষ গুণটি দ্বারা পদটি একটি মাত্র মহাদেশকে নির্দেশ করে। এভাবে, 'বাংলাদেশের প্রেসিডেন্ট', বিশ্বের উচ্চতম পর্বত' ইত্যাদি পদগুলো অর্থপূর্ণ বিশিষ্ট পদ।

খ. অর্থহীন বিশিষ্ট পদ বা স্বকীয় নামবাচক পদ : যে পদ কোনো ব্যক্তি, বস্তু বা স্থানের উপর কোনো তাৎপর্য আরোপ না করে শুধু অর্থহীন প্রতীকের মাধ্যমে ব্যক্তি, বস্তু বা স্থানকে নির্দেশ করে তাকে অর্থহীন বিশিষ্ট পদ বলে। যেমন-রহিম, করিম, ঢাকা ইত্যাদি। এ নামগুলোকে অর্থহীন প্রতীক বলা হয়। কারণ এদের কোনো নির্দিষ্ট তাৎপর্য বা বৈশিষ্ট্য নেই। অবশ্য যুক্তিবিদদের মধ্যে এ নিয়ে মতভেদ রয়েছে।

বিশেষ পদ (Particular Term) ঃ একটি পদ যখন কোন শ্রেণির কতিপয় সদস্যকে নির্দেশ করে তখন তাকে বিশেষ পদ বলে। যুক্তিবিদ্যায় বিশেষ পদের তাৎপর্য হলো এ পদ দ্বারা 'কমপক্ষে একটি তবে সব নয়' (at least one but not all) বুঝায়। বিশেষ পদ নির্দেশক শব্দগুলো হলো :

১. অনির্দিষ্টতাবাচক সর্বনাম/বিশেষণ; যেমন, কিছু, অনেক, কতিপয়, অধিকাংশ, কমসংখ্যক, নির্দিষ্ট পরিমাণ ইত্যাদি। এ অনুসারে কিছু গায়ক, কতিপয় গান, অনেক প্রশ্ন, কিছু উত্তর ইত্যাদি হলো বিশেষ পদ।
২. অনির্দিষ্টতাবাচক পদাশ্রিত নির্দেশক 'একটি'। যেমন-একটি উড়োজাহাজ, একটি বাস ইত্যাদি।
৩. বিশেষ্য বা বিশেষণ বা সর্বনামকে বিশেষিত করে এমন কিছু শব্দ; যেমন-অধিকাংশ, প্রায় সকলে, সাধারণত সকলে, ইত্যাদি। এ অনুসারে অধিকাংশ সংসদ সদস্য, প্রায় সকল ছাত্র, সাধারণত সকলেই পরিবর্তন চায় ইত্যাদি হলো বিশেষ পদ।
৪. বিশেষায়িত করে এমন সংখ্যা; যেমন-দুইজন প্রধানমন্ত্রী , পঞ্চ পান্ডব (কবি) ইত্যাদি।

সার্বিক বা সাধারণ পদ ঃ যে পদ দ্বারা ঐ পদ নির্দেশিত সকল বস্তু বা বিষয়কে বুঝায় তাকে সার্বিক বা সাধারণ পদ বলে। যেমন- মানুষ, ফুল, টেবিল, বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি ইত্যাদি সার্বিক বা সাধারণ পদের নির্দেশিত বৈশিষ্ট্যগুলো হলো :

১. সার্বিক সদর্থক পরিমাণবাচক শব্দ; যেমন-সকল, প্রত্যেক, প্রত্যেকে, যে কোন, প্রত্যেকটি, প্রত্যেক ব্যক্তি, যে কেউ, যে কোনোভাবে ইত্যাদি।
২. সার্বিক নঞর্থক পরিমাণবাচক শব্দ; যেমন-কেউ না, কোনো নয়, কখনো নয়, কোনভাবেই নয় ইত্যাদি।
৩. অনির্দিষ্টতাবাচক পদাশ্রিত নির্দেশক; যেমন-এক, একটি ইত্যাদি।

বিশিষ্ট পদ ও সার্বিক বা সাধারণ পদের সম্পর্ক ঃ 'বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি' একটি সাধারণ বা সার্বিক পদ। কারণ এ পদটি বাংলাদেশের অতীত, বার্তমান ও ভবিষ্যতের সকল রাষ্ট্রপতিকে নির্দেশ করে। কিন্তু 'বাংলাদেশের বর্তমান রাষ্ট্রপতি' একটি

বিশিষ্ট পদ। কারণ এ পদটি দ্বারা কেবল বর্তমান ক্ষমতাসীন একজন ব্যক্তিকে বুঝায়। মূলত সাধারণ বা সার্বিক পদের সাথে নির্দেশনাসূচক শব্দ (demonstrative or indicative word) যুক্ত করলে তা বিশিষ্ট পদে পরিণত হয়ে যায়। যেমন- 'টেবিল' হলো একটি সার্বিক বা সাধারণ পদ; কিন্তু 'এই টেবিল' হলো একটি বিশিষ্ট পদ।

সমষ্টিবাচক পদ ঃ যে পদ কতিপয় একক সদস্য নিয়ে গঠিত একটি দলকে নির্দেশ করে যা একটি ইউনিট হিসেবে কাজ করে তাকে সমষ্টিবাচক পদ বলে। যেমন-গ্রন্থাগার, সেনাবাহিনী, জাতি, জুরি, কমিটি, বাংলাদেশের ক্রিকেট টিম ইত্যাদি। গ্রন্থাগার বলতে কোনো একটি বিশেষ গ্রন্থকে বুঝায় না, গ্রন্থের সমষ্টিগত অবস্থানকে বুঝায়, বাংলাদেশের ক্রিকেট টিম বলতে কোন নির্দিষ্ট খেলোয়াড়কে বুঝায় না, কতিপয় খেলোয়াড়ের একটি গ্রুপকে নির্দেশ করে। সমষ্টি বাচক পদ আবার তিন প্রকার; যথা-

ক. বিশিষ্ট সমষ্টিবাচক পদ
খ. সাধারণ সমষ্টিবাচক পদ
গ. বিশেষ সমষ্টিবাচক পদ

ক. বিশিষ্ট বা নির্দিষ্ট সমষ্টিবাচক পদ : যে সমষ্টি বাচক পদ সুনির্দিষ্টভাবে কোনো সমষ্টিকে নির্দেশ করে তাকে বিশিষ্ট বা নির্দিষ্ট সমষ্টিবাচক পদ বলে। যেমন-বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার, বাংলাদেশের সেনাবাহিনী ইত্যাদি।
খ. সাধারণ সমষ্টি বাচক পদ : যে সমষ্টিবাচক পদ কোনো একক সমষ্টিকে না বুঝিয়ে সাধারণভাবে সমষ্টিগুলোর প্রত্যেকটি বুঝায় তাকে সাধারণ সমষ্টিবাচক পদ বলে। যেমন-'গ্রন্থাগার' পদ দ্বারা পৃথিবীর সকল গ্রন্থাগারকে বোঝানো হয় বলে এটি একটি সাধারণ সমষ্টি বাচক পদ।

গ. বিশেষ সমষ্টিবাচক পদ : যে সমষ্টি বাচক পদ কতিপয় সমষ্টিকে বুঝায় তাকে বিশেষ সমষ্টি বাচক পদ বলে। যেমন কতিপয় পরিবার ছুটি কাটাতে বিদেশে যায়, বাংলাদেশের কিছু গ্রন্থাগারে ইন্টারনেট সুবিধা রয়েছে ইত্যাদি।

গুণ অনুসারে পদের শ্রেণিবিভাগ ঃ গুণ অনুসারে পদকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়; যথা-

ক. সদর্থক পদ (Affirmative Term)
খ. নঞর্থক বা নেতিবাচক পদ (Negative Term)

সদর্থক বা ইতিবাচক পদ ঃ যদি কোনো পদ কোনো বস্তু বা বিষয়ের বাস্তব সত্য ও অত্যাবশকীয় গুণ প্রকাশ করে তবে তাকে বলা হয় সদর্থক বা ইতিবাচক পদ। যেমন-অস্তিত্ব, জীবন ও আশাবাদ ইত্যাদি। একটি পদ যখন কোন প্রত্যাশিত গুণের উপস্থিতি নির্দেশ করে তখনও পদটি সদর্থক হয়। যেমন-ন্যায়পরতা, সততা, ক্রিয়াশীলতা ইত্যাদি।
সদর্থক বা ইতিবাচক পদ আবার দুই প্রকার; যথা-
ক. আকারগত ও অর্থগত উভয় দিক থেকেই সদর্থক পদ : এ ধরণের পদের উদাহরণ হলো সততা, ন্যায়পরায়নতা, কর্তব্যনিষ্ঠা ইত্যাদি। এগুলো আকারগত ও অর্থগত উভয় দিক থেকেই সদর্থক পদ।
খ. আকারগত ভাবে নঞর্থক ও অর্থগতভাবে সদর্থক পদ : এ ধরণের পদ গঠনগতভাবে নঞর্থক কিন্তু অর্থগতভাবে সদর্থক। যেমন-দাগহীন, অনিন্দনীয়, ত্রুটিহীন। এ পদগুলো আকারগতভাবে নঞর্থক হলেও অর্থগতভাবে সদর্থক।

নঞর্থক বা নেতিবাচক পদ : যে সব পদ দ্বারা কোন বস্তু বা গুণের অভাব বা অনুপস্থিতি বুঝায় তাকে নেতিবাচক বা নঞর্থক পদ বলে। যেমন-অন্যায়, অসুস্থতা, দায়িত্বহীনতা, অন্ধত্ব ইত্যাদি। নঞর্থক বা নেতিবাচক পদ দুই প্রকার; যথা-
ক. আকারগত ও অর্থগত উভয় দিক থেকেই নঞর্থক পদ : এ ধরণের পদ আকারগত দিক থেকে যেমন নঞর্থক, তেমনি অর্থের দিক থেকেও নঞর্থক। যেমন-অন্যায়, অনৈতিক, অক্ষম ইত্যাদি।
খ. আকারগতভাবে সদর্থক ও অর্থগতভাবে নঞর্থক পদ : এ ধরণের পদগুলো দেখতে সদর্থক হলেও নঞর্থক অর্থ প্রকাশ করে। যেমন-ভ্রান্তি, মৃত্যু, আগ্রাসন, গোলমাল ইত্যাদি।

উৎস অনুসারে পদের শ্রেণিবিভাগ (Classification of Term According to Origin) ঃ উৎপত্তি অনুসারে পদকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়; যথা-

ক. প্রত্যক্ষণ যোগ্য পদ
খ. অপ্রত্যক্ষণ যোগ্য পদ

ক. প্রত্যক্ষণ যোগ্য পদ : যে পদ নির্দেশিত বিষয় বা বস্তুকে সরাসরি অভিজ্ঞতার মাধ্যমে প্রত্যক্ষণ করা যায় তাকে প্রত্যক্ষণযোগ্য পদ বলে। যেমন-ব্যাগ, কল, হলুদ, কাগজ, মোবাইল ফোন ইত্যাদি।
খ. অপ্রত্যক্ষণ যোগ্য পদ : যেসব পদ নির্দেশিত বিষয় বা বস্তুকে সরাসরি অভিজ্ঞতার মাধ্যমে প্রত্যক্ষণ করা যায় তাকে অপ্রত্যক্ষণযোগ্য পদ বলে। যেমন-ঈশ্বর, মন, আত্মা, মহাবিশ্ব ইত্যাদি।
নির্দেশিত বস্তু বা বিষয়ের প্রকৃতি অনুসারে পদের শ্রেণিবিভাগ (Classification of Term According to the Nature of Referents) ঃ নির্দেশিত বস্তু বা বিষয়ের প্রকৃতি অনুসারে পদকে চারভাগে ভাগ করা যায়; যথা-

ক. বস্তুবাচক পদ
খ. গুণবাচক পদ
গ. যৌক্তিক পদ
ঘ. শূণ্য পদ

ক. বস্তুবাচক পদ : যে পদ নির্দেশিত বিষয় বা বস্তু দৃশ্যমান বা ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে যার সংবেদন পাওয়া যায় তাকে বস্তুবাচক পদ বলে। যেমন- টেবিল, চেয়ার, বই, রহিম ইত্যাদি। এ ধরণের পদ দ্বারা মূর্ত বিষয় বস্তুকে নির্দেশ করা হয় বলে বস্তুবাচক পদকে মূর্ত পদও বলা হয়।

খ. গুণবাচক পদ : যে সকল পদ কোনো বিষয় বা বস্তুর নাম না বুঝিয়ে স্বতন্ত্রভাবে তাদের গুণ নির্দেশ করে তাকে গুণবাচক পদ বলে। যেমন-মনুষ্যত্ব, সাদাত্ব, সততা ইত্যাদি গুণবাচক পদ; কারণ এদের প্রত্যেকটি একেকটি গুণের নাম।
গ. যৌক্তিক পদ : জ্ঞানগত প্রক্রিয়ার জন্য বা কোন নির্দিষ্ট বিষয়ের জ্ঞানগত আলোচনা সফল করার জন্য যেসব পদ তৈরি করা হয় তাকে যৌক্তিক পদ বলে। প্রত্যেকটি জ্ঞানশাখার জন্য আলাদা পরিভাষা তৈরি করার প্রয়োজন হয়; এ পরিভাষাগত পদগুলো যৌক্তিক পদ । যেমন-সংযোজক (Copula), উদ্দেশ্য (Subject), বিধেয় (Predicate), গতি, স্পাইডারম্যান, সুপারম্যান ইত্যাদি।

ঘ. শূণ্য পদ : যে সব পদের কোন প্রকৃত বা বাস্তব নির্দেশ-ভিত্তি (referent) নেই; নির্দেশিত বিষয় বা বস্তু কেবল কাল্পনিক তাকে শূণ্য পদ বলে। যেমন-ইউনিকর্ণ, মৎসকন্যা, ড্রাগন, পঙ্খীরাজ ঘোড়া ইত্যাদি হলো শূণ্য পদ। এদের কোন বস্তুগত ভিত্তি নেই। এরা কেবল কাল্পনিক সত্তা।
অর্থের সুনির্দিষ্টতা অনুসারে পদকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়। যথা-

ক. একার্থক পদ (Univocal Term)
খ. অনেকার্থক পদ (Equivocal Term)
গ. সাদৃশ্যমূলক পদ (Analogous Term)

ক. একার্থক পদ ঃ যে পদের একটা মাত্র অর্থ রয়েছে তাকে একার্থক পদ বলে। একার্থক পদ সকল ক্ষেত্রে সকল যুক্তিবাক্যে একই অর্থে ব্যবহৃত হয়। যেমন- মানুষ, গাছ, ফুল ইত্যাদি।
খ. অনেকার্থক পদ ঃযে পদের একাধিক অর্থ রয়েছে অর্থাৎ যে পদ ভিন্ন ভিন্ন ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন উদ্দেশ্যের সাথে আলাদা আলাদা অর্থে ব্যবহৃত হয় তাকে অনেকার্থক পদ বলে। যেমন-তীর, কর, দন্ড ইত্যাদি। তীর এর এক অর্থ সমুদ্র বা নদী তীর, অন্য অর্থ ধনুকের তীর; কর এর অর্থ হাত, অন্য অর্থ খাজনা; তেমনি দন্ড এর অর্থ হলো লাঠি বা শাস্তি।
যুক্তিবিদ জন স্টুয়ার্ট মিল (John Stuart Mill) সহ অনেক যুক্তিবিদ মনে করেন যে, শব্দ অনেকার্থক হলেও পদ অনেকার্থক হতে পারে না। কেননা পদ হলো যুক্তিবাক্যের অংশ। যখন কোনো পদ যুক্তিবাক্যে উদ্দেশ্য বা বিধেয়রূপে ব্যবহৃত হয় তখন তা সুনির্দিষ্ট অর্থেই ব্যবহৃত হয় । যেমন-'কর ব্যবস্থাপনা হলো দেশের উন্নয়নের চাবিকাঠি'- যুক্তিবাক্যটিতে 'কর' সুনির্দিষ্ট অর্থই প্রকাশ করেছে। অতএব, পদের অর্থ সুনির্দিষ্ট বলে তা অনেকার্থক হতে পারে না।

গ. সাদৃশ্যমূলক পদ :একটি পদ সাদৃশ্যমূলক যখন পদটি ভিন্ন ভিন্ন পরিস্থিতিতে কিছু ক্ষেত্রে একই অর্থ এবং কিছু ক্ষেত্রে ভিন্নতা প্রকাশ করে। যেমন- 'শরীরের প্রধান অংশ মাথা' এবং 'পরিবারের প্রধান অংশ মাথা' এ দু'টি ক্ষেত্রে মাথা একই অর্থ প্রকাশ করলেও কিছু ক্ষেত্রে এদের মধ্যে ভিন্নতা রয়েছে। স্রোতের ধারা ও রাজনীতির ধারা, মানুষের পাদদেশ ও পাহাড়ের পাদদেশ, কালের প্রবাহ ও বিদ্যুতের প্রবাহ ইত্যাদি হলো সাদৃশ্যমূলক পদ।

অর্থের প্রকাশ যোগ্যতা অনুসারে পদের শ্রেণিবিভাগ (Classification of Term According to Expression of Meaning) ঃ অর্থের প্রকাশ যোগ্যতা অনুসারে পদকে দুইভাগে ভাগ করা যায়। যথা-

ক. নিরপেক্ষ পদ (Absolute Term)
খ. সাপেক্ষ পদ (Relative Term)

ক. নিরপেক্ষ পদ ঃ যে পদ অন্য কোন পদের সাহায্য ছাড়াই বোঝা যায় অর্থাৎ যে বস্তু বা বিষয়ের অর্থ স্বয়ংসম্পূর্ণভাবে প্রকাশিত হয় তাকে নিরপেক্ষ পদ বলে। যেমন-মানুষ, বই, গাছ, টেবিল ইত্যাদি।
খ. সাপেক্ষ পদ ঃ যে পদ তার অর্থপূর্ণতার জন্য অন্য পদের উপর নির্ভরশীল তাকে সাপেক্ষ পদ বলে। যেমন-শিক্ষক। কোনো লোককে শিক্ষক বলার অর্থ হলো তাকে কোনো ছাত্রের শিক্ষক বলে নির্দেশ করা। সাপেক্ষ পদ সকল ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কোনো পদের সাথে জোড়ায় জোড়ায় অবস্থান করে। যেমন-পিতা-সন্তান, রাজা-রানী, স্বামী-স্ত্রী ইত্যাদি।
সম্বন্ধ অনুসারে পদের শ্রেণিবিভাগ (Classification of Term According to Relation) ঃ সম্বন্ধ অনুসারে পদ দুই প্রকার; যথা-

ক. সঙ্গতিপূর্ণ পদ (Compatible Term)
খ. অসঙ্গতিপূর্ণ পদ (Incompatible Term)

ক. সঙ্গতিপূর্ণ পদ ঃ সঙ্গতিপূর্ণ পদ হলো এমন পদ যার একাধিক অংশ রয়েছে। অংশগুলো উদ্দেশ্য ও বিধেয়ে যুগপৎ উপস্থিত এবং অংশগুলোর একত্রে উপস্থিতি কোন যৌক্তিক সমস্যা তৈরি করে না। যেমন-লম্বা-মানানসই (tall and handsome), অশিক্ষিত ধনী (dark and rich), ধীরে-নিশ্চিতভাবে (slowly and surely) সাধাসিধে অভিজাত (Simple and elegant), মিষ্টি-টক (Sweet and sour) ইত্যাদি।

খ. অসঙ্গতিপূর্ণ পদ ঃ অসঙ্গতিপূর্ণ পদ একত্রে উপস্থিত থাকতে পারে না; কোনো উদ্দেশ্য বা বিধেয়ের মধ্যে একটি অংশের উপস্থিতি অন্যের অনুপস্থিতি নিশ্চিত করে। যেমন-জীবন-মৃত্যু, মানুষ-অমানুষ, সত্তা-শূণ্যতা ইত্যাদি।

অসঙ্গতিপূর্ণ পদ তিন প্রকার; যথা-

১. বিপরীত পদ (Contrary Term)
২. বিরুদ্ধ পদ (Contradictory Term)
৩. ব্যাহতার্থক পদ (Privative Term)

বিপরীত পদ ঃ যদি দু'টি পদ পরস্পর বিরোধী হয় এবং তাদের একত্রে যোগ করলে পদ দু'টি নির্দেশিত আলোচ্য বিষয় বা বস্তুর পূর্ণ ব্যক্ত্যর্থ লাভ করা যায় না, তবে পদ দু'টিকে বিপরীত পদ বলে। যেমন-সাদা ও কালো পদ দু'টি পরস্পরবিরোধী। আমরা যাকে সাদা বলি তাকে কালো বলতে পারি না, আবার যাকে কালো বলি তাকে সাদা বলতে পারি না। কিন্তু এ পদ দু'টি একত্রে যুক্ত করা হলে সব কটি বর্ণ পাওয়া যায় না। কেননা সাদা ও কালো ছাড়াও আরো অনেক বর্ণ রয়েছে। বিপরীত পদের ক্ষেত্রে সকল সময় মধ্যবর্তী বা তৃতীয় বিকল্প পদের সম্ভাবনা থাকে। যেমন-যদি বলা হয় তার জামাটি সাদা নয়, তবে এ সিদ্ধান্ত নেয়া নিরাপদ নয় যে তা অবশ্যই কালো হবে। কারণ তার জামা অন্য যে কোনো রঙের হতে পারে।

বিরুদ্ধ পদ ঃ দু'টি পরস্পর বিরোধী পদ যদি একত্রিত হয়ে সেই পদদ্বয় নির্দেশিত বিষয় বস্তুর সকল সদস্যকে নির্দেশ করে তবে তাদেরকে বিরুদ্ধ পদ বলে। যেমন-সাদা ও অ-সাদা-এ দু'টি বিরুদ্ধ পদ। কারণ, সাদা+অ-সাদা=সকল বর্ণ। বিরুদ্ধ পদের ক্ষেত্রে একটির উপস্থিতি অন্যটির অনুপস্থিতি নিশ্চিত করে। বিরুদ্ধ পদের ক্ষেত্রে একটি সত্য হলে অপরটি মিথ্যা হবে। আবার একটি মিথ্যা হলে অপরটি সত্য হবে। কারণ, দু'টি বিরুদ্ধ পদ কোন বস্তুর সম্পর্কে একই সময় সত্য বা মিথ্যা হতে পারে না। এক্ষেত্রে দুইয়ের মধ্যবর্তী বা তৃতীয় কোনো পদের সম্ভাবনা থাকে না। বিষয়টি একটি উদাহরণের সাহায্যে ব্যাখ্যা করা যায়। মানুষ ও অ-মানুষ দু'টি বিরুদ্ধ পদ। মানুষ ও অমানুষ একত্রিত করলে তাদের নির্দেশিত বিষয় সকল প্রাণী পাওয়া যায়। কোনো প্রাণী সম্পর্কে মানুষ সত্য হলে অমানুষ পদটি মিথ্যা হবে। আবার, কোনো প্রাণী সম্পর্কে অমানুষ পদটি সত্য হলে মানুষ পদটি মিথ্যা হবে। আবার, এমন কোন প্রাণী নেই যা মানুষও নয়, অমানুষও নয়। এমন কোন প্রাণী নেই যা একই সাথে মানুষ ও অমানুষ হতে পারে।

বিপরীত পদ ও বিরুদ্ধ পদের মধ্যে সম্পর্ক ঃ বিপরীত পদ ও বিরুদ্ধ পদ দু'টিকে আরো স্পষ্ট করে বোঝার জন্য এদের মধ্যে সাদৃশ্য ও পার্থক্য আলোচনা করা প্রয়োজন।

সাদৃশ্য : দু'টি বিপরীত পদ কোনো একটি বস্তু সম্পর্কে একই সাথে সত্য হতে পারে না। ঠিক একই ভাবে দু'টি বিরুদ্ধ পদও কোনো বস্তু সম্পর্কে একই সাথে সত্য হতে পারে না। যেমন- সাদা ও কালো দু'টি বিপরীত পদ একই সময় কোনো একটি বস্তু সম্পর্কে সত্য হতে পারে না। এর একটি সত্য হলে অন্যটি অবশ্যই মিথ্যা হবে। একইভাবে সুখ ও অসুখ দু'টি বিরুদ্ধ কোন ব্যক্তি বা বস্তু সম্পর্কে একই সাথে সত্য হতে পারে না। সুখ সত্য হলে অসুখ অবশ্যই মিথ্যা হবে।

পার্থক্য : বিপরীত ও বিরুদ্ধ পদের সংজ্ঞা ও উদাহরণ বিশ্লেষণ করলে উভয়ের মধ্যে নিম্নলিখিত পার্থক্য নির্দেশ করা যায়।

১. দু'টি বিপরীত পদ সদর্থক হতে পারে; যেমন-সাদা ও কালো। দুই বিরুদ্ধ পদের একটি সদর্থক হলে অন্যটি নঞর্থক হয়। যেমন- মানুষ ও অমানুষ। অমানুষ পদটি নঞর্থক পদ।
২. দু'টি বিপরীত পদের মাঝামাঝি/বিকল্প পদের সম্ভাবনা সকল ক্ষেত্রেই থাকে। যেমন-কোনো একটি বস্তু সাদা বা কালো না হয়ে তৃতীয় অন্য যে কোনো বর্ণের হতে পারে। কিন্তু দু'টি বিরুদ্ধ পদের মাঝামাঝি কোনো তৃতীয়/বিকল্প পদের সম্ভাবনা নেই। যেমন- এমন কোনো প্রাণী খুঁজে পাওয়া যাবে না যা মানুষ নয় বা অমানুষ নয়।
৩. দু'টি বিপরীত পদ কোনো বস্তু সম্পর্কে একই সময় সত্য না হতে পারলেও একই সময় মিথ্যা হতে পারে। যেমন-কোনো বস্তু সাদা হলে কালো হতে পারে না; তবে কোনো বস্তু সাদা ও কালো না হয়ে অন্য কোনো বর্ণের হতে পারে। দু'টি বিরুদ্ধ পদ কোনো বস্তু সম্পর্কে একই সময়ে সত্য হতে পারে না; আবার মিথ্যাও হতে পারে না। যেমন-মানুষ ও অমানুষ। কোনো প্রাণী সম্পর্কে মানুষ সত্য হলে অমানুষ মিথ্যা হবে; আবার কোনো প্রাণী সম্পর্কে মানুষ মিথ্যা হলে অমানুষ সত্য হবে।
৪. দু'টি বিপরীত পদ একত্রিত হয়ে ঐ পদ নির্দেশিত বিষয় বা বস্তুর সকল ব্যক্ত্যর্থ প্রকাশ করতে পারে না। কিন্তু দু'টি বিরুদ্ধ পদ একত্রিত হয়ে ঐ পদ নির্দেশিত বিষয় বা বস্তুর সকল ব্যক্ত্যর্থ প্রকাশ করতে পারে।
৫. একটি পদের একাধিক বিপরীত পদ থাকতে পারে; কিন্তু একটি পদের একটি মাত্র বিরুদ্ধ পদ থাকে।

পরিমাণ ও গুণের একত্রে প্রকাশ অনুসারে পদের শ্রেণীবিভাগ (Classification of Term According to the Expression of Quantity and Quality) ঃ পরিমাণ ও গুণের একত্রে প্রকাশ অনুসারে পদকে দুইভাগে ভাগ করা হয়; যথা-

ক. জাত্যর্থক পদ (Connotative Term), এবং
খ. অজাত্যর্থক পদ (Non-connotative Term)

জাত্যর্থক পদ ঃ যে পদ দ্বারা কোনো বিষয় বা বস্তু এবং ঐ বিষয় বা বস্তুর সাধারণ ও অনিবার্য গুণকে বুঝানো হয় তাকে জাত্যর্থক পদ বলে। অর্থাৎ যে পদের ব্যক্ত্যর্থ ও জাত্যর্থ উভয়ই আছে তাকে জাত্যর্থক পদ বলে। যুক্তিবিদ মিল এর মতে একটি জাত্যর্থক পদ একটি বস্তুকে নির্দেশ করে এবং একটি গুণকে প্রকাশ করে।" (A connotative term is one which denotes a subject and implies an attribute.)

উদাহরণ : 'মানুষ' একটি জাত্যর্থক পদ। 'মানুষ' পদটির ব্যক্ত্যর্থ ও জাত্যর্থ দুই-ই আছে। এ পদটির ব্যক্ত্যর্থ হলো 'সকল মানুষ' এবং জাত্যর্থ হলো 'জীববৃত্তি' ও 'বুদ্ধিবৃত্তি'।

নিম্নলিখিত পদগুলো জাত্যর্থক :

১. যে কোনো সার্বিক পদ জাত্যর্থক। সার্বিক পদ বস্তুবাচক হতে পারে, আবার গুণবাচকও হতে পারে। যেমন- মানুষ পদটি বস্তুবাচক সার্বিক পদ এবং নিষ্ঠা পদটি গুণবাচক সার্বিক পদ।
২. অর্থপূর্ণ বিশিষ্ট পদগুলো জাত্যর্থক। যেমন-'বিশ্বের উচ্চতম পর্বত শৃঙ্গ' এ পদটি একটি অর্থপূর্ণ বিশিষ্ট পদ এবং জাত্যর্থক পদ। কারণ এর ব্যক্ত্যর্থ হলো একটি পর্বত শৃঙ্গ এবং জাত্যর্থ হলো উচ্চতা।

অজাত্যর্থক পদ ঃ যে পদ বস্তু বা এর গুণ নির্দেশ করে, অর্থাৎ যে পদের হয় শুধু ব্যক্ত্যর্থ না হয় শুধু জাত্যর্থ আছে; কিন্তু দু'টি একত্রে নেই সে পদকে অজাত্যর্থক পদ বলে। মিল বলেন যে, একটি অজাত্যর্থক পদ শুধুমাত্র একটা বস্তুকে বা শুধুমাত্র একটা গুণকে প্রকাশ করে। (A non-connotative term is one which signifies a subject only or an attribute only.)

উদাহরণ : 'সাধুতা', 'সততা', 'সাহসিকতা' প্রভৃতি পদগুলো অজাত্যর্থক। কারণ এগুলো শুধু গুণ নির্দেশ করে; কিন্তু ব্যক্ত্যর্থ নির্দেশ করে না। একইভাবে 'রহিম' পদটি অজাত্যর্থক। কারণ এটি শুধু ব্যক্ত্যর্থ নির্দেশ করে, কোন জাত্যর্থ নির্দেশ করে না ।

নিম্নলিখিত পদগুলো অজাত্যর্থক :

১. বিশিষ্ট গুণবাচক পদগুলো অজাত্যর্থক। যেমন-তুষার, শুভ্রতা এদের শুধু জাত্যর্থ আছে, ব্যক্ত্যর্থ নেই।
২. বিশিষ্ট বা স্বকীয় নামবাচক পদগুলো অজাত্যর্থক। যেমন-'করিম নামের শুধু ব্যক্ত্যর্থ আছে, কোন জাত্যর্থ নেই। তবে স্বকীয় নামবাচক পদগুলো জাত্যর্থক না অজাত্যর্থক এ নিয়ে যুক্তিবিদদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে যা আমরা নিম্নে আলোচনা করবো।

জাত্যর্থক ও অজাত্যর্থক পদের মধ্যে পার্থক্য (Difference between Connotative and Non-connotative Terms)ঃ জাত্যর্থক পদ ও অজাত্যর্থক পদের সংজ্ঞা ও প্রকৃতি বিশ্লেষণ করলে আমরা এদের মধ্যে কতগুলো পার্থক্য দেখতে পাই। নিম্নে পার্থক্যগুলো আলোচনা করা হলো:

১. জাত্যর্থক পদের জাত্যর্থ ও ব্যক্ত্যর্থ উভয়ই আছে। অর্থাৎ জাত্যর্থক পদ দ্বারা ব্যক্তি বা বস্তুর গুণ ও পরিমাণ উভয়ই প্রকাশ পায়। যেমন-'মানুষ' পদটি একটি জাত্যর্থক পদ; এর ব্যক্ত্যর্থ সকল মানুষ এবং জাত্যর্থ 'বুদ্ধিবৃত্তি ও জীববৃত্তি'। অপরপক্ষে অজাত্যর্থক পদের হয় শুধু ব্যক্ত্যর্থ নতুবা শুধু জাত্যর্থ থাকে; এক সাথে দু'টি থাকে না। যেমন-'ঢাকা' একটি অজাত্যর্থক পদ; এর শুধু ব্যক্ত্যর্থ প্রকাশ পায়, জাত্যর্থ নয়।
২. শ্রেণিবাচক পদগুলো সাধারণত জাত্যর্থক হয়। কিন্তু বিশিষ্ট গুণবাচক পদ বা স্বকীয় নামবাচক পদগুলো অজাত্যর্থক হয়।
৩. জাত্যর্থক পদগুলো অর্থপূর্ণ। কিন্তু অজাত্যর্থক পদগুলো কোনো অর্থ বা তাৎপর্য প্রকাশ করে না।
৪. জাত্যর্থক পদের পরিসর বা ব্যাপ্তি অজাত্যর্থক পদের চেয়ে বেশি। কারণ জাত্যর্থক পদে জাত্যর্থ ও ব্যক্ত্যর্থ উভয়ই থাকে; কিন্তু অজাত্যর্থক পদে শুধু জাত্যর্থ বা শুধু ব্যক্ত্যর্থ থাকে।
৫. বিশিষ্ট পদের ক্ষেত্রে অর্থপূর্ণ বিশিষ্ট পদ জাত্যর্থক; কিন্তু অর্থহীন বিশিষ্ট পদ অজাত্যর্থক।

বিশিষ্ট বা স্বকীয় নামবাচক পদ জাত্যর্থক না অজাত্যর্থক? (Are the Proper Names either Connotative or Non-Connotative?) ঃ কোনো শব্দ বা শব্দ সমষ্টি কোনো বিষয় বা বস্তুর চিহ্নরূপে ব্যবহৃত হলে সে শব্দ বা শব্দ সমষ্টিকে নাম বলে। এ নামগুলো কখনো অনির্দিষ্ট অর্থে, আবার কখনো নির্দিষ্ট অর্থে ব্যবহৃত হয়। এ দিক থেকে যে বিশিষ্ট পদ কোনো

অর্থ প্রকাশ করে না, তাকে অর্থহীন বিশিষ্ট পদ বলে। এ অর্থহীন বিশিষ্ট পদগুলোই হলো স্বকীয় নামবাচক পদ। আরো সংক্ষেপে বলা যায়, কোন স্থান বা বস্তু বা প্রাণী বা ব্যক্তিবিশেষকে চিহ্নিত করার জন্য যে সাংকেতিক শব্দ বা ভাষাগত প্রতীক ব্যবহার করা হয় তাকে স্বকীয় নাম বা নামবাচক পদ বলে। যেমন-মাসফিকা, পদ্মা, ঢাকা, হিমালয় ইত্যাদি। এরূপ নামের মাধ্যমেই আমরা কোন কিছুকে অন্য কিছু থেকে পৃথক করে চিহ্নিত করতে পারি।

স্বকীয় নামবাচক পদগুলো জাত্যর্থক না অজাত্যর্থক-এ নিয়ে যুক্তিবিদদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। নিম্নে আমরা কয়েকজন যুক্তিবিদের মতামত উল্লেখ করে এ সম্পর্কিত আলোচনা তুলে ধরার চেষ্টা করব।

স্বকীয় নামবাচক পদগুলো অজাত্যর্থক ঃ যুক্তিবিদ জন স্টুয়ার্ট মিল (John Stuart Mill) মনে করেন যে, স্বকীয় নামবাচক পদ অজাত্যর্থক। যে বিশিষ্ট নামটি কোনো ব্যক্তি, বস্তু বা স্থানকে চিহ্নিত করে তা কেবল উক্ত ব্যক্তি, বস্তু বা স্থানের ব্যক্ত্যর্থই প্রকাশ করে। কোন গুণ বা জাত্যর্থ নির্দেশ করে না। স্বকীয় নামবাচক পদের কেবল ব্যক্ত্যর্থ আছে, কোন জাত্যর্থ নেই। কারণ কোনো ব্যক্তি, বস্তু বা স্থানের যখন নামকরণ করা হয়, তখন ঐ ব্যক্তিটি বর্তমানে কী গুণের অধিকারী বা ভবিষ্যতে কোন গুণের অধিকারী হবে এ সংক্রান্ত চিন্তা করে নাম রাখা হয় না।

যুক্তিবিদ জন স্টুয়ার্ট মিল (John Stuart Mill) - এর মতে, কোনো ব্যক্তি, বস্তু বা স্থানের নামের সাথে তার অন্তর্নিহিত গুণাবলির কোনো আবশ্যিক সম্পর্ক থাকে না। যেমন, গোমরামুখো ছেলের নাম প্রফুল্ল কিংবা কানা ছেলের নাম কখনো কখনো পদ্মলোচন রাখা হয়। এখানে উক্ত ব্যক্তির গুণাবলিকে পর্যবেক্ষণ না করেই তার নাম রাখা হয়। মূলত নাম দ্বারা ব্যক্তি বা বস্তুর আসল প্রকৃতির পরিচয় পাওয়া যায় না। সুতরাং দেখা যাচ্ছে স্বকীয় নামবাচক পদগুলোর কেবল ব্যক্ত্যর্থ আছে, জাত্যর্থ নেই।

কোনো কোনো যুক্তিবিদ মনে করেন যে, স্বকীয় নামের কোনো সুনির্দিষ্ট স্থায়ী এবং অপরিবর্তনীয় অর্থ নেই। যেমন-গঙ্গা বলতে কোনো সময় একটি নদীকে বুঝায়, আবার কোনো সময় একটি বিশেষ মেয়েকেও নির্দেশ করে। একইভাবে 'গাজী' কোনো বিশেষ ব্যক্তির নামও হতে পারে, আবার কোনো জাহাজের নামও হতে পারে। তাই স্বকীয় নামকে অর্থহীন বলাই যুক্তিযুক্ত। কিন্তু এ মতবাদ গ্রহণযোগ্য নয়। কেননা একটি স্বকীয় নাম বিভিন্ন প্রসঙ্গে বিভিন্ন অর্থ প্রকাশ করতে পারে-এটা সত্য; কিন্তু এ থেকে এ কথা বলা যায় না যে নামটি অর্থহীন।

যুক্তিবিদ কার্ভেথ রিড (Carveth Read) স্বকীয় নামের জাত্যর্থ সম্পর্কে দু'টি যুক্তি দিয়েছেন।
প্রথমত, স্বকীয় নাম যে অর্থ প্রকাশ করে তা খুবই সীমিত পরিসরে এবং যার উপর নামটি প্রযোজ্য হয় সেটিও আকস্মিক। যেমন-কারো নাম লালু না হয়ে কালু হতে পারতো।

দ্বিতীয়ত, যে সকল গুণ বা বৈশিষ্ট্যের জন্য কোনো ব্যক্তি বা বস্তু অন্য ব্যক্তি বা বস্তু থেকে আলাদা সেসব গুণ বা বৈশিষ্ট্য এত বেশি, যার সব উল্লেখ করলে তাকে পরিপূর্ণভাবে প্রকাশ করা সম্ভব হয়ে ওঠে না। তাই যুক্তিবিদ কার্ভেথ রিড (Carveth Read) মনে করেন স্বকীয় নামের ক্ষেত্রে জাত্যর্থ নির্ণয় করা এক অসম্ভব ব্যাপার।

স্বকীয় নামবাচক পদগুলো জাত্যর্থক ঃ যুক্তিবিদ জেভন্স (Jevons) মনে করেন যে, স্বকীয় নামবাচক পদগুলো জাত্যর্থক। তাঁর মতে, স্বকীয় নামের শুধু ব্যক্ত্যর্থই নেই, জাত্যর্থও আছে। কারণ এটা শুধু কোন বিশেষ ব্যক্তি বা বস্তু বা স্থানকেই নির্দেশ করে না, উক্ত ব্যক্তি বা বস্তু বা স্থানের যেসব গুণ রয়েছে সে সম্পর্কেও আভাস দিয়ে থাকে। আমরা কোনো ব্যক্তি বা বস্তুকে অন্য ব্যক্তি বা বস্তু থেকে বিশেষ বিশেষ গুণের সাহায্যে আলাদাভাবে চিনে থাকি। বস্তুত ভিন্ন ভিন্ন গুণের অধিকারী হওয়ার জন্যই বিশিষ্ট ব্যক্তি বা বস্তুগুলোর মধ্যে পার্থক্য। যেমন 'ইংল্যান্ড' এ স্বকীয় নামটি যিনি ব্যবহার করেন তিনি কেবলমাত্র একটি বিশেষ দেশের কথাই ভাবেন না, ঐ দেশটির যেসব গুণ বা বৈশিষ্ট্য রয়েছে সেগুলোও তাঁর মনে ভেসে ওঠে। কাজেই স্বকীয় নামবাচক পদগুলোর ব্যক্ত্যর্থ ও জাত্যর্থ উভয়ই আছে বিধায় এ পদগুলো জাত্যর্থক।

ভাববাদী দার্শনিক ও যুক্তিবিদ ব্রাডলি (Bradley) মনে করেন যে, স্বকীয় নামবাচক পদগুলো অর্থহীন চিহ্নমাত্র নয়। কারণ এগুলো যখন বাক্যে ব্যবহৃত হয় তখন এদের কোনো না কোনো অর্থ অবশ্যই থাকে। ব্রাডলি মুলত পরোক্ষভাবে স্বকীয় নামবাচক পদকে জাত্যর্থক বলে স্বীকার করেছেন।

যুক্তিবিদ বোসাঙ্কের (Bosanquet) মতে, স্বকীয় নামবাচক পদগুলো কখনো কখনো সাধারণ অর্থ বহন করে। যেমন-নারায়নগঞ্জ কে প্রাচ্যের ডান্ডি বলা হয়। এখানে ডান্ডি পদটির একটি সাধারণ অর্থ আছে।

সমন্বিত মতামত ঃ অনেক যুক্তিবিদ মনে করেন যে, নামবাচক পদগুলো প্রথমে অজাত্যর্থক থাকলেও পরে জাত্যর্থক হয়ে যায়। যে নামের মাধ্যমে ব্যক্তি বা বস্তুকে প্রকাশ করা হয়, পরিচিতি ও ব্যাপক ব্যবহারে উক্ত ব্যক্তি বা বস্তু অন্য ব্যক্তির কাছে বোধগম্য হয়ে ওঠে। যেমন- আমরা একটি শিশুর নাম প্রথমে রাখি; কিন্তু পরবর্তীতে আমরা শিশুটির গুণাগুণের সাথে পরিচিত হই।

স্বকীয় নামের বিশেষ অর্থ থাকলেও তা অজাত্যর্থক; কারণ পদের অর্থ আর তার জাত্যর্থ এক কথা নয়। যুক্তিবিদ মিলের মতবাদের সমর্থনে কার্ভেথ রিড অবশেষে স্বীকার করেন, ''যে মতবাদে স্বকীয় নামকে অজাত্যর্থক বলা হয়েছে সে

মতবাদই অপেক্ষাকৃত সন্তোষজণক।'' অতএব, মিলের মত অনুসরণ করে আমরা বলতে পারি যে, স্বকীয় নাম নি:সন্দেহে অজাত্যর্থক; কিন্তু একেবারে অর্থহীন নয়।

নির্দিষ্টতা অনুসারে পদের শ্রেণিবিভাগ (Classification of Term According to Definiteness) ঃ নির্দিষ্টতা অনুসারে পদকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়; যথা-

ক. নির্দিষ্ট পদ (Definite Term) , এবং
খ. অনির্দিষ্ট পদ (Indefinite Term)

ক. নির্দিষ্ট পদ ঃযে পদ কোনো শ্রেণির অন্তর্গত সদস্যকে সুনির্দিষ্ট ভাবে নির্দেশ করে তাকে নির্দিষ্ট পদ বলে। যেমন-রহিম, সকল মানুষ, সকল বই ইত্যাদি।

নির্দিষ্ট পদ দুই প্রকার; যথা-

১. বিশিষ্ট নির্দিষ্ট পদ, এবং
২. সাধারণ নির্দিষ্ট পদ

১. বিশিষ্ট নির্দিষ্ট পদ : যখন কোনো নির্দিষ্ট পদ কোনো বিশিষ্ট ব্যক্তি বা বস্তুকে নির্দেশ করে তখন তাকে বিশিষ্ট নির্দিষ্ট পদ বলে। যেমন-রহিম, মাসফিকা, ঢাকা ইত্যাদি।

২. সাধারণ নির্দিষ্ট পদ : যখন কোনো নির্দিষ্ট পদ কোনো জাতিকে বা বহু সংখ্যক বিষয় সম্বলিত শ্রেণিকে নির্দেশ করে তখন তাকে সাধারণ নির্দিষ্ট পদ বলে। যেমন-সকল মানুষ, সকল বই ইত্যাদি।

খ. অনির্দিষ্ট পদ : যে পদ নির্দিষ্টভাবে কোনো বস্তু বা শ্রেণিকে বোঝায় না তাকে অনির্দিষ্ট পদ বলে। যেমন-কয়েকটি কলম, কতিপয় ব্যক্তি ইত্যাদি।

গঠন অনুসারে পদের শ্রেণিবিভাগ (Classification of Term According to Formation) ঃ গঠন অনুসারে পদকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়; যথা-

ক. সরল পদ (Simple Term) ঃ যে পদ একটি মাত্র শব্দ দ্বারা গঠিত তাকে সরল পদ বলে। একটি শব্দ দ্বারা গঠিত বলে একে এক শাব্দিক পদও বলা হয়। যেমন-ছাত্র, বই, কলম ইত্যাদি।

খ. যৌগিক পদ (Composite Term) ঃ যে পদ একাধিক শব্দ দ্বারা গঠিত তাকে যৌগিক পদ বলে। একাধিক শব্দ দ্বারা গঠিত বলে এ পদকে বহু শাব্দিক পদও বলা হয়। যেমন- বাংলাদেশের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী, বিমানবাহিনী সদর দপ্তর, বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়, পৃথিবীর সর্বোচ্চ পর্বত শৃঙ্গ।

শিক্ষার্থীর কাজ	স্বকীয় নামবাচক পদ জাত্যর্থক কি-না এ বিষয়ে গ্রহণযোগ্য মতটি লিখুন।

সারসংক্ষেপ

যুক্তি বা অনুমানে পদের অর্থ সুস্পষ্ট না হলে কোনো সিদ্ধান্ত গঠন করা যায় না। আমরা ব্যবহারিক জীবনে একই শব্দকে ভিন্ন ভিন্ন প্রসঙ্গে ভিন্ন ভিন্ন অর্থে ব্যবহার করি। কিন্তু যুক্তি বা অনুমান প্রক্রিয়ায় পদ ব্যবহারের ক্ষেত্রে তার অর্থ সুস্পষ্ট হতে হয়। যুক্তিবিদগণ বিভিন্ন নীতি অনুসারে পদকে বিভিন্ন শ্রেণিতে ভাগ করেছেন। বিভিন্ন নীতি বা নিয়ম অনুসারে এ পদের দশটি শ্রেণিবিন্যাস করা হয়। পদের এ বিভাগগুলোর মাঝে কিছু কিছু উপবিভাগও রয়েছে। জাত্যর্থক ও অজাথ্যর্থক পদ আলোচনা করতে গিয়ে প্রশ্ন উঠেছে: স্বকীয় নামবাচক পদ জাত্যর্থক কি-না। এ ক্ষেত্রেও যুক্তিবিদদের মাঝে মতবিরোধ রয়েছে। তবে বিভিন্ন যুক্তিবিদের মতামত আলোচনা ও পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, স্বকীয় নামবাচক পদ অজাত্যর্থক কিন্তু একেবারেই অর্থহীন হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৩.৮

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। নিচের কোনটি সমষ্টিবাচক পদ?
(ক) খেলোয়াড় (খ) বই (গ) পৃথিবীর দীর্ঘতম সৈকত (ঘ) বাংলাদেশের ক্রিকেট টিম

২। বিপরীত পদ ও বিরুদ্ধ পদের ক্ষেত্রে-
(i) একটি পদ ও তার বিপরীত পদ যোগ করলে ঐ পদের সকল ব্যক্ত্যর্থ পাওয়া যায়
(ii) বিপরীত পদের ক্ষেত্রে মধ্যবর্তী বা তৃতীয় পদেও সম্ভাবনা থাকে
(iii) দু'টি পরস্পর বিরুদ্ধ পদ যোগ করলে আর কোনো পদ অবশিষ্ট থাকে না

নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) (i), (ii), ও (iii) (খ) (ii) ও (iii) (গ) (i) ও (iii) (ঘ) (i) ও (ii)

৩। 'অন্ধজনে দয়া কর'- দাগাঙ্কিত পদটি হলো-
(ক) অজাত্যর্থক পদ (খ) সাপেক্ষ পদ (গ) ব্যাহতার্থক পদ (ঘ) শূণ্যপদ

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

বহুনির্বচনী প্রশ্ন :

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। মানুষ পদটির ব্যক্ত্যর্থ কী?
(ক) কিছু মানুষ (খ) সকল মানুষ (গ) জীবিত মানুষ (ঘ) মৃত মানুষ

২। যে পদ একই অর্থে একটি মাত্র ব্যক্তি, বস্তু, স্থান ইত্যাদি নির্দেশ করে তাকে কী বলে?
(ক) বিশেষ পদ (খ) নির্দিষ্ট পদ (গ) বস্তুবাচক পদ (ঘ) বিশিষ্ট পদ

৩। মিল স্বকীয় নামবাচক পদগুলোকে কোন পদ বলে মনে করেন?
(ক) জাত্যর্থক পদ (খ) অজাত্যর্থক পদ (গ) শূণ্য পদ (ঘ) ব্যাহতার্থক পদ

৪। ব্যক্ত্যর্থ ও জাত্যর্থের সম্পর্ক-
(ক) বিপরীতমুখী হ্রাস-বৃদ্ধি (খ) একমুখী হ্রাস-বৃদ্ধি (গ) চক্রাকারে বৃদ্ধি (ঘ) সমানপাতে হ্রাস-বৃদ্ধি

৫। আদর্শ আকারের যুক্তিবাক্য গঠন কোনটি?
(ক) পরিমাণ→উদ্দেশ্য →সংযোজক →বিধেয় (খ) সংযোজক→ উদ্দেশ্য →পরিমাণ→ বিধেয়
(গ) পরিমাণ→উদ্দেশ্য →বিধেয় →সংযোজক (ঘ) উদ্দেশ্য →পরিমাণ →সংযোজক →বিধেয়

৬। ব্যাহতার্থক পদ বলতে বুঝায় -
(i) যে গুণ অতীতে ছিল (ii) যা বর্তমানে নেই (iii) যা ভবিষ্যতে উদ্ভব হতে পারে

নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) (i) ও (ii)(খ) (ii) ও (iii) (গ) (i) ও (iii) (ঘ) (i), (ii), ও (iii)

উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ৭ নং ও ৮ নং প্রশ্নের উত্তর দিন:
একটি কলেজের তিন বছরের A+ প্রাপ্ত শিক্ষার্থীর শতকরা হার নিম্নের সারণীতে দেওয়া হলো-

সন	শিক্ষার্থীর সংখ্যা	A+ প্রাপ্ত শিক্ষার্থীর শতকরা হার
২০১২	২৫০	৯০%
২০১৩	৩০৫	৭৫%
২০১৪	৪০০	৬৮%

৭। উদ্দীপকে শিক্ষার্থীর সংখ্যা কী নির্দেশ করে?
(ক) ব্যক্ত্যর্থ (খ) জাত্যর্থ (গ) অজাত্যর্থক (ঘ) ব্যক্ত্যর্থ ও জাত্যর্থ উভয়ই

৮। উদ্দীপকে শিক্ষার্থীর সংখ্যা ও A+ প্রাপ্ত শিক্ষার্থীর শতকরা হার কী নির্দেশ করে?
(ক) জাত্যর্থবাড়লে ব্যক্ত্যর্থকমে (খ) জাত্যর্থ কমলেব্যক্ত্যর্থ বাড়ে
(গ) ব্যক্ত্যর্থ বাড়লে জাত্যর্থ কমে (ঘ) ব্যক্ত্যর্থ কমলে জাত্যর্থ বাড়ে

৯। সত্য বা মিথ্যা হওয়ার গুণ থাকা কিসের অন্যতম বৈশিষ্ট্য?
(ক) ব্যক্ত্যর্থ (খ) জাত্যর্থ (গ) বাক্য (ঘ) যুক্তিবাক্য

১০। যে পদ দ্বারা উদ্দেশ্য সম্পর্কে কোন কিছু স্বীকার বা অস্বীকার করা হয় তাকে কী বলে?
(ক) ব্যক্ত্যর্থ (খ) জাত্যর্থ (গ) বিধেয় (ঘ) বিধেয়ক

সৃজনশীল প্রশ্ন :

১। শিক্ষক শ্রেণীকক্ষে উপস্থিত শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে বললেন, "সকল মা তার সন্তানকে ভলোবাসেন।" এমন সময় একজন শিক্ষার্থী দাঁড়িয়ে বলল, "কোন কোন বাবা মেয়ে সন্তানকে বেশী ভালোবাসেন।"

ক. একটি যুক্তিবাক্যের কয়টি অংশ থাকে?
খ. 'মি. রহমান একজন সৎ ব্যবসায়ী'-বাক্যটি কেন যুক্তিবাক্য নয়? বুঝিয়ে লিখুন।
গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত শিক্ষকের উক্তিটি যুক্তিবাক্যে রূপান্তর করুন এবং এর প্রকৃতি ব্যাখ্যা করুন।
ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর উক্তির মধ্যেকার পার্থক্য নিরূপণ করুন।

৩। অর্থনীতির অধ্যাপক এম এম আকাশ বললেন, "কোন পণ্যের যোগান ও দামের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বিদ্যমান। কারণ কোন পণ্যের যোগান বাড়লে দাম কমে, আর যোগান কমলে দাম বাড়ে।" এ কথা শুনে তাঁর এক সহকর্মী বললেন, "মাঝে মাঝে এর ব্যতিক্রমও ঘটে। অর্থাৎ যোগান বাড়লেও দাম কমে না বা যোগান কমলেও দাম বাড়ে না।"

ক. পদের ব্যক্তর্থ কাকে বলে?
খ. স্বকীয় নামবাচক পদগুলো জাত্যর্থক নয় কেন?
গ. অর্থনীতির অধ্যাপক এম এম আকাশের বক্তব্যে পদের কোন্ দিকটিরপ্রতিফলন ঘটেছে ? ব্যাখ্যা করুন।
ঘ. অধ্যাপকের সহকর্মীর বক্তব্যের তাৎপর্য পাঠ্য বইয়ের আলোকে ব্যাখ্যা করুন।

উত্তরমালা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৩.১ ঃ ১-গ, ২-ঘ, ৩-খ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৩.২ ঃ ১-গ, ২-ঘ, ৩-খ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৩.৩ ঃ ১-গ, ২-ক, ৩-গ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৩.৪ ঃ ১-খ, ২-ক, ৩-খ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৩.৫ ঃ ১-খ, ২-ক, ৩-ঘ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৩.৬ ঃ ১-ঘ, ২-ক, ৩-ক
পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৩.৭ ঃ ১-ক, ২-খ, ৩-ক
পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৩.৮ ঃ ১-ঘ, ২-খ, ৩-গ

চূড়ান্ত মূল্যায়নের উত্তরমালা

১-খ, ২-ঘ, ৩-খ, ৪-ক, ৫-ক, ৬-ঘ, ৭-ক, ৮-গ, ৯-ঘ, ১০-ঘ।